ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-295 ■ 25 July, 2026 ■ আগরতলা ২৫ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ৮ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৬ দিনের অনশন ভাঙ্গলেন ওয়াংচুক

সিজেপি আন্দোলনে পেলেট ব্যবহার নিয়ে মিথ্যা বলছে কেন্দ্র ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (আইএএনএস)।। ছাত্রছাত্রীদের উদ্বেগের বিষয়গুলিতে গঠনমূলক আলোচনা ও ইতিবাচক হস্তক্ষেপের আশ্বাস দেওয়ার পর সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক শুক্রবার তাঁর ২৬ দিনের অনশন প্রত্যাহার করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা ও ড. জিতেন্দ্র সিং, চিকিৎসক, পরিবারের সদস্য এবং সমর্থকদের উপস্থিতিতে তিনি অনশন ভাঙেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং এক্স-এ জানিয়েছেন, তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডার সঙ্গে গুরগাঁওয়ের মেদান্তা হাসপাতালে সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছাত্রছাত্রীদের উদ্বেগের বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "জে.পি. নাড্ডাজির সঙ্গে সোনম ওয়াংচুকজির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের উদ্বেগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে গঠনমূলক সংলাপ ও ইতিবাচক হস্তক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এরপরই সোনমজি অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

ড. জিতেন্দ্র সিং আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার ছাত্রছাত্রীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর।

সরকারের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আন্দোলনকারীদের উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখানো হয়েছে। ২০ জুলাই যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনকারী এবং 'সংসদ চলো' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-যুবকদের বিরুদ্ধে মামলা না করার বিষয়ে সরকার ইতিবাচক অবস্থানে রয়েছে। পাশাপাশি প্রশ্নফাঁসের স্থায়ী সমাধান এবং পরীক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা সংস্কার নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক নিট প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় আত্মহত্যাকারী পরীক্ষার্থীদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিও ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

শুক্রবার এক্স-এ সোনম ওয়াংচুকের দল লিখেছে, "অনশনের সমাপ্তি... জবাবদিহির সূচনা!" পোস্টে জানানো হয়, কেন্দ্র সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদদের কাছ থেকে পরীক্ষাব্যবস্থায়

☞ ৩ এর পাতায় দেখুন

৪৭ আধিকারিককে বরখাস্ত করল এনটিএ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (আইএএনএস) ।। দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র ৪৭ জন আধিকারিককে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে শুক্রবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সূত্রে জানা গেছে।

মন্ত্রক সূত্রের দাবি, বরখাস্ত হওয়া কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে আইনি ও ফৌজদারি ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে। নিট প্রশ্নফাঁস এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে ছাত্রদের বিক্ষোভের আবহেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি পরীক্ষায় জালিয়াতি ও প্রশ্নফাঁস রোধে কঠোর আইন আনার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরই এনটিএ-কে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সরকারি সূত্রের মতে, প্রশ্নফাঁস রুখতে পরীক্ষা পরিচালনার গোটা প্রক্রিয়াই নতুন করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, এনটিএ-র কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ, দক্ষ ও নিরাপদ করতে একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ঘোষণা করা হতে পারে। বিশেষ করে পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে প্রশ্নফাঁসের মতো ঘটনা রোধ করা যায়।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

হিমাচলে ভয়াবহ ভূমিধসে শিশু সহ ১৩ জনের মৃত্যু

শিমলা, ২৪ জুলাই (আইএএনএস)।। হিমাচল প্রদেশের লাহৌল-স্পিতি জেলার দুর্গম পাঙ্গি উপত্যকায় ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনায় ৬ মাসের এক শিশুসহ অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার পাহাড় থেকে বিশাল পাথর ও ধস নেমে একটি টাটা সুমো গাড়ির উপর পড়লে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িতে মোট ১৫ জন আরোহী ছিলেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক দিন ধরে এলাকায় টানা ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল। উদয়পুর-পাঙ্গি সড়কের করু নালার কাছে পাহাড়ের বড় অংশ ধসে পড়ে গাড়িটিকে চাপা দেয়। ধসের পর গাড়িটিতে আগুনও লেগে যায়। তবে দুর্ঘটনার ঠিক আগে দুই যাত্রী গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসায় প্রাণে বেঁচে যান। গাড়িটি কুল্লু থেকে পাঙ্গির দিকে যাচ্ছিল। লাহৌল-স্পিতির ডেপুটি কমিশনার কিরণ বাদানা জানান, চালক-সহ ১৫ জন যাত্রী নিয়ে গাড়িটি উদয়পুর-কিলার সড়ক দিয়ে পাঙ্গি উপত্যকার দিকে যাচ্ছিল। ভূমিধসের কারণে আগের দিন এই রাস্তা বন্ধ ছিল। দুর্ঘটনার পরই সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বিআরও)-র কর্মীরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ভরমৌরের বিধায়ক জনক রাজ জানান, চম্বা ও লাহৌল-স্পিতির ডেপুটি কমিশনারদের দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আগের দিন উদয়পুর-কিলার সড়ক বন্ধ থাকায় যাত্রীরা টিন্ডিতে আটকে ছিলেন। শুক্রবার রাস্তা খুলতেই তারা পাঙ্গির উদ্দেশে রওনা দেন।

পাঙ্গির আবাসিক কমিশনার অমনদীপ সিং জানান, লাহৌল-স্পিতি পুলিশের উদ্ধারকারী দল এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া ও অব্যাহত পাথর গড়িয়ে পড়ায় উদ্ধারকাজে ব্যাপক সমস্যা হয়। প্রশাসন সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দিয়ে শুধুমাত্র সরকারি তথ্যের উপর নির্ভর করার আবেদন জানিয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ২৬ জুলাই পর্যন্ত হিমাচলের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বাইকের ধাক্কায় নিহত বৃদ্ধা পলাতক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই ।। মেলাঘর থানাধীন কলমখেত মুড়াপাড়া তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি মোটরবাইকের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল ৬৫ বছর বয়সি এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম চন্দ্রবান বিবি। দুর্ঘটনার পর অভিযুক্ত বাইকচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে মেলাঘর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতোই শুক্রবার দোকান থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন চন্দ্রবান বিবি। রাস্তা পার হওয়ার সময় পিছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির মোটরবাইক তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন।

দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মেলাঘর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। তবে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে, দুর্ঘটনার পরই ঘাতক বাইকচালক মোটরবাইক নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহম্মদ শাহাবুদ্দিন

ঢাকা, ২৪ জুলাই (আইএএনএস)।। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন শুক্রবার পদত্যাগ করেছেন। জাতীয় সংসদের স্পিকার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করা শাহাবুদ্দিনের মেয়াদ ২০২৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত থাকার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই বছর আগেই তিনি পদ ছেড়ে দিলেন। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণআন্দোলনের পর তিনিই ছিলেন দেশের একমাত্র শীর্ষ সাংবিধানিক পদাধিকারী, যিনি দায়িত্বে বহাল ছিলেন। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র দ্য ডেইলি স্টার-কে শাহাবুদ্দিন জানান, স্বাস্থ্যগত কারণেই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছি। এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলার নেই।'

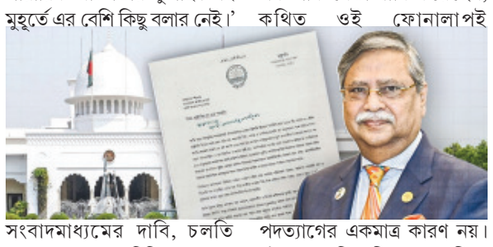

সংবাদমাধ্যমের দাবি, চলতি বছরের মে মাসে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শাহাবুদ্দিনের টেলিফোনে কথা হয়েছিল। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বিষয়টি জানতে পারার পর তাঁকে পদত্যাগের পরামর্শ দেওয়া হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র এক শীর্ষ নেতা দাবি করেছেন, কথিত ওই ফোনালাপই পদত্যাগের একমাত্র কারণ নয়। তাঁর মতে, বিষয়টি আরও জটিল। বাংলাদেশের আরেক শীর্ষস্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো জানিয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিনের পদে বহাল থাকা নিয়ে দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলছিল।

এদিকে, আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের কড়া অবস্থানের মধ্যেই এই পদত্যাগের ঘটনা ঘটল। উল্লেখ্য, সম্প্রতি সরকারি বাসভবন বঙ্গভবনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শাহাবুদ্দিন অভিযোগ করেছিলেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরের শাসনকালে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। একই সঙ্গে তাঁকে অপসারণ, দেশে সাংবিধানিক সংকট তৈরি এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছিলেন।

একই পরিবারের ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জুলাই ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম মুহুরীপুর এলাকায় একই বাড়ি থেকে এক দম্পতির রক্তাক্ত দেহ এবং তাঁদের ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতরা হলেন শঙ্কর চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী ছবি চক্রবর্তী এবং তাঁদের ছেলে কৃষ্ণ চক্রবর্তী। ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার শঙ্কর চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। একই বাড়ির একটি ঘর থেকে তাঁদের ছেলে কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রথমে বাবা-মাকে হত্যা করে পরে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। তবে পুলিশ এখনও এ বিষয়ে স্পষ্টত কিছুই বলেনি। ঘটনার খবর পেয়ে বাইখোড়া থানার পুলিশ, বিলোনিয়া থানার পুলিশ এবং দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদেরও ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

মৃত শঙ্কর চক্রবর্তীর বড় ছেলে মিঠুন চক্রবর্তী জানান, তাঁর ভাই কৃষ্ণ চক্রবর্তী একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। ঘটনার দিন তিনি স্বাভাবিক সময়ের আগেই বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ি ফিরে তিনি পরিবারের সদস্যদের পূজার আয়োজন করতে বলেন এবং মিঠুনকে তাঁদের কাকার বাড়ি থেকে লকারের চাবি আনতে পাঠান।

মিঠুনের দাবি, কাকার বাড়ি থেকে

☞ ৩ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় আন্দোলনরত পড়ুয়াদের পাশে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই ।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আগরতলার সার্কিট হাউস এলাকার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে টানা পাঁচ দিন ধরে চলা ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাল যুব কংগ্রেস। শুক্রবার আন্দোলনস্থলে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদের হাতে জল ও বিস্কুট তুলে দেন ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা।

যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন জানাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আন্দোলনরত ছাত্রদের পাশে থেকে তাদের মনোবল

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মেয়াদোত্তীর্ণ পানীয় অসুস্থ এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৪ জুলাই।। মেলাঘরের রাম ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন একটি দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ কোল্ড ড্রিঙ্কস বিক্রির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, ওই পানীয় পান করার পর এক গ্রাহক অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাম ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন মধু সাহার দোকান থেকে এক গ্রাহক "ক্যাম্পা" ব্র্যান্ডের একটি কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনে পান করেন। পানীয়টি খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই

☞ ৩ এর পাতায় দেখুন

অনুরাগের অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলায় এসপি'র নেতৃত্বে বিশেষ তদন্ত দল গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই ।। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর মামলার তদন্ত করবেন পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। তাঁকে সহায়তা করবেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (আরবান) ধ্রুব নাথ এবং মামলার বর্তমান তদন্তকারী অফিসার (আইও) তথা এসআই শুভজিৎ দেব।

এক নির্দেশে জানানো হয়েছে, পশ্চিম আগরতলা থানার ইউডি কেস নং ২০২৬ ডাব্লিউএজি০৪৫, যা ২০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বিএনএসএস-এর ১৯৪ ধারায় নথিভুক্ত হয়েছে, তার তদন্ত এসপি (পশ্চিম)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

প্রয়োজনে তদন্তের স্বার্থে ত্রিপুরা পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চ বা অন্য কোনও ইউনিটের আধিকারিকদেরও তদন্তে যুক্ত করা যেতে পারে বলে নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে সাইবার ক্রাইম ইউনিট, ত্রিপুরা পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চের সহযোগিতা নেওয়ারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রতি সপ্তাহে পুলিশ মহাপরিদর্শক (ল অ্যান্ড অর্ডার)-এর কাছে জমা দিতে হবে, যাতে ত্রিপুরা পুলিশের মহাপরিচালক নিয়মিত তদন্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে পারেন।

☞ ৩ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ধূপতলিতে লাগাতার অবরোধ, উত্তেজনা, আটক বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই ।। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা কাকড়াবন-তুলামুড়া-ধূপতলি হয়ে বড়পাথরী সংযোগ সড়কের সংস্কারের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হলেন এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ধূপতলি এলাকায় শুরু হওয়া পথ অবরোধ শুক্রবারও অব্যাহত থাকে। পরে পুলিশ অবরোধ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, পুলিশ লাঠিচার্জ করে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দেয় এবং ৭ থেকে ৮ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। যদিও পরে এলাকাবাসী ফের জড়ো হয়ে পুনরায় অবরোধে বসেন। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ৩৩ কাকড়াবন-শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাকড়াবন থেকে তুলামুড়া হয়ে ধূপতলি ও বড়পাথরী পর্যন্ত সংযোগকারী সড়কটি প্রায় ১৫ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বর্ষাকালে রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। ফলে প্রতিদিন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, রোগী, কৃষক ও সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

বাসিন্দাদের দাবি, অতীতেও একই দাবিতে

☞ ৩ এর পাতায় দেখুন

গঙ্গানগর বাজার এলাকায় রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৪ জুলাই।। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা গন্ডাছড়া-আমবাসা ৫৩ কিলোমিটার সড়ক দ্রুত সংস্কারের দাবিতে শুক্রবার গন্ডাছড়া-আমবাসা সড়কের গঙ্গানগর বাজার এলাকায় পথ অবরোধে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে সড়কের দুই প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। আটকে পড়ে বাজারগামী যানবাহন, যাত্রীবাহী গাড়ি

☞ ৩ এর পাতায় দেখুন

ঊনকোটি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সাংসদ বিপ্লব দেবের প্রস্তাবে বিশেষ উদ্যোগ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই ।। ত্রিপুরার ঐতিহাসিক শৈব তীর্থ ঊনকোটির সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নে কেন্দ্র সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সাংসদ জানান, ঊনকোটির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পর্যটন পরিকাঠামোর বিকাশের বিষয়টি তিনি সংসদে উত্থাপন করেছিলেন। সেই দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ঊনকোটির প্রাচীন ভাস্কর্য ও শৈলখোদিত শিল্পকর্ম সংরক্ষণের পাশাপাশি একটি আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত সাংসদ বিপ্লব দেবকে পাঠানো এক চিঠিতে জানান, বর্তমানে ত্রিপুরার কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত স্মারকগুলি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর আইজল সার্কেলের অধীনে রয়েছে। ঊনকোটিসহ রাজ্যের আটটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত স্মারকের সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কাজ উদয়পুর এবং কৈলাশহরের উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ঊনকোটিতে

☞ ৩ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৫ জুলাই ২০২৬ ইং
৮ শ্রাবণ, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তানের ন্যাকা কান্না

আসিয়ান আঞ্চলিক মঞ্চের বৈঠকে আন্তর্জাতিক নিয়ম ও কৌশলগত শিষ্টাচার ভুলিয়া পাকিস্তান আবারো কাশ্মীর ইস্যু এবং সিন্ধু জলচুক্তি নিয়া নিজেদের 'ভুক্তভোগী' হিসেবে উপস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তবে বরাবরের মতোই ভারতের শক্তিশালী কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে কড়া ও স্পষ্ট জবাব দেওয়া হইয়াছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চের সহানুভূতি পাইতে পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা যথারীতি জম্মু-কাশ্মীরে কথিত 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' এবং আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের দাবি জানায়।ভারতের পক্ষ থেকে সম্প্রতি সিন্ধু জলচুক্তির সংশোধনের নোটিশ এবং সম্পর্কিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন নিয়া পাকিস্তান নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এবং ভারতকে একপাক্ষিক পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করে।ভারত অতি সতর্ক ও দৃঢ় ভাষায় পাকিস্তানের এই ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চেষ্টার কড়া সমালোচনা করিয়াছে। ভারত পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছে, কাশ্মীর ভারতের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। আসিয়ানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক উন্নয়নমূলক মঞ্চকে রাজনীতি ও নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করা অনুচিত।ভারতের পক্ষ থেকে সাফ জানানো হয় যে, কাশ্মীর সংক্রান্ত আসল সমস্যাটি মানবাধিকারের নয়, বরং পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদ । সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ না করা পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরিবেশ তৈরি হইতে পারে না।ভারত পুনর্ব্যক্ত করিয়াছে যে জলচুক্তি সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনা বা সংশোধন কেবল ১৯৭১ সালের শিমলা চুক্তি এবং দ্বিপাক্ষিক কাঠামোর ভিত্তিতেই হইতে পারে। কোনো তৃতীয় পক্ষ বা আন্তর্জাতিক মঞ্চে কান্নাকাটি করিয়া এই চুক্তির মূল কাঠামোর পরিবর্তন ঘটানো যাইবে না।আসিয়ান সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সামনে পাকিস্তানের এই অযাচিত ইস্যু উত্থাপনকে ভারত একটি 'ব্যর্থ সস্তা প্রচার' হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের দৃঢ় অবস্থান বজায় রাখিয়াছে। ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম এর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ফের কাশ্মীর ও সিন্ধু জলচুক্তি ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে সরব হইল পাকিস্তান। পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সংঘাতের প্রসঙ্গ তুলিয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান এবং দাবি করেন, সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিতের মতো বিষয় আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হওয়া উচিত। তবে পাকিস্তানের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে ভারত।ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের অভিযোগকে "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক" বলিয়া উড়াইয়া দেন। তিনি বলেন, বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক মঞ্চকে পাকিস্তান আবারও মিথ্যা প্রচার, রাষ্ট্রপৃষ্ঠপোষক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানো এবং নিজেদের সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদে মদতের রেকর্ড থেকে আন্তর্জাতিক নজর ঘোরানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করিয়াছে।রণধীর জয়সওয়াল স্পষ্ট ভাষায় জানান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য ও অভিন্ন অংশ ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। এই বিষয়ে মন্তব্য করিবার কোনও অধিকার বা অবস্থান পাকিস্তানের নাই বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন।সিন্ধু জলচুক্তি প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করিয়া জয়সওয়াল বলেন, পাকিস্তানের লাগাতার সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদে মদতের জবাব হিসাবেই ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলচুক্তি আপাতত স্থগিত রাখা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার মদতপুষ্ট হামলার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি বলেন, পাকিস্তান যতদিন না বিশ্বাসযোগ্য ও স্থায়ীভাবে সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করিতেছে, ততদিন এই চুক্তি স্থগিতই থাকিবে।

এছাড়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপৃষ্ঠপোষক বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের অভিযোগও তোলে ভারত। জয়সওয়াল বলেন, 'ফিতনা আল-হিন্দুস্তান'-এর মতো ধর্মীয় পরিভাষা ব্যবহার করিয়া পাকিস্তান উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার চালাইতেছে। তাঁহার অভিযোগ, এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলির নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে তাহাদের ভূমিকা থেকে বিশ্ববাসীর নজর সরানোর ব্যর্থ চেষ্টা।তিনি আরও বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুবালার বদলে পাকিস্তানের উচিত নিজেদের মাটিতে থাকা সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ভাঙিয়া ফেলা এবং অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করা।অন্যদিকে, এআরএফ বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়া ইসহাক দার দাবি করেন, দক্ষিণ এশিয়ার অস্থিরতার মূল কারণ কাশ্মীর সমস্যা। রাষ্ট্রসংঘ সনদ, নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব এবং কাশ্মীরের মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া উচিত বলিয়াও তিনি মন্তব্য করেন। একই সঙ্গে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে সিন্ধু জলচুক্তিকে 'জলের অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করিবার অভিযোগও তোলেন এবং আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেন।এই বৈঠকেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির উপর জোর দেন। তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়া বলেন, সন্ত্রাসবাদ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হইবে না এবং প্রতিটি সন্ত্রাসী হামলার উপযুক্ত পরিণতি ভোগ করিতেই হইবে।সব মিলাইয়া, আসিয়ানের মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চেও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত ইস্যুগুলি ফের সামনে চলিয়া আসিল। কাশ্মীর, সিন্ধু জলচুক্তি এবং সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ নিয়া দুই দেশের অবস্থান যে এখনও সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে রহিয়াছে, ম্যানিলার বৈঠকেও তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

এক দেশ এক ভোট: বহুত্বের ভারতে একমুখী ব্যবস্থার সুনামি ও সমকালীন সংশয়..

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

ভারতের মতো এক সুবিশাল এবং বর্ণময় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনকে দীর্ঘকাল যাবৎ এক মহা-উৎসবের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই উৎসবের আধিক্য নিয়ে এক নতুন প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। বিতর্কটি হলো 'এক দেশ; এক ভোট'(One Nation—One Election)। রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন উচ্চপর্যায়ের কমিটির সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সবুজ সংকেতের পর সংবিধান সংশোধনী বিলপেশের মাধ্যমে এই ধারণা এখন বাস্তব রূপ নেওয়ার অপেক্ষায়। লোকসভা এবং সব রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে এক সূত্রে গেঁথে পাঁচ বছর অন্তর একবারই ভোটপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার এই মহা-পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সুশৃংখল মনে হতে পারে। তবে ভারতের মতো বহুত্ববাদী; যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং জটিল আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় মোড়া একটি দেশে এই নীতি কতটা প্রয়োগযোগ্য; তা নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর সংশয়। তবে মননশীল এবং নৈব্যক্তিক দৃষ্টিতে বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে; এই সমরূপতা বা 'ইউনিফর্মিটি (Uniformity)' আনতে গিয়ে আমরা কোথাও ভারতের বহুমাত্রিক অন্তরাত্মাকেই বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি না তো?

এই ব্যবস্থা সপক্ষের মূল যুক্তিটি প্রধানত অর্থনৈতিক এবং প্রশাসন সংস্কারের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবক্তাদের মতে; ভারতে বছরভর কোথাও না কোথাও নির্বাচন লেগেই থাকে। এর ফলে বারবার 'আদর্শ আচরণ বিধি' (Model Code Of Conduct) লাগু হওয়ায় সরকারি উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়ে; যাকে চলতি ভাষায় 'পলিসি প্যারালাইসিস' বা নীতিগত পক্ষাঘাত বলা হয়। বিশাল অংকের অর্থব্যয়; দফায় দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন; শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মীদের নির্বাচনে ডিউটিতে নিয়োজিত করার ফলে স্বাভাবিক জনজীবন ও অর্থনীতি (Economy) ব্যাহত হয়।

বিপরীত পক্ষের চিন্তাবিদদের আশঙ্কা অবশ্য আরো গভীর এবং মৌলিক। ভারতের মতো সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো; যা আদতে একটি বহুদলীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা; সেখানে জোর করে একমুখী সমরূপতা চাপিয়ে দেওয়া হলে তা দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণকেই আঘাত করবে। এটি কেবল অংক কমানোর প্রযুক্তিগত প্রশ্ন নয়; বরং ভারতের বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর এক বিরাট কাঠামোগত চাপ। ভারতীয় সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদেই এই ঘোষণা করা হয়েছে---" India— that is Bharat— shall be union of States"(ভারত রাষ্ট্র হলো রাজ্যসমূহের এক ইউনিয়ন)। অর্থাৎ এখানে কেন্দ্রের অস্তিত্ব ও রাজ্যগুলির ওপর নির্ভরশীল এবং রাজ্যগুলোর নিজস্ব রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি রয়েছে। 'এক দেশ এক ভোট' নীতি কার্যকর করতে গেলে সংবিধানে বড় ধরনের অস্ত্রোপ্রচার প্রয়োজন। যার মধ্যে অনুচ্ছেদ ৮৩ (সংসদের মেয়াদ) এবং অনুচ্ছেদ ১৭২ (বিধানসভাগুলোর মেয়াদ) -এর মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলোর সংশোধন বাধ্যতামূলক। বাস্তব চ্যালেঞ্জটি দেখা দেবে তখন; যখন কোনো রাজ্যে মাঝপথে সরকার পড়ে যাবে। ধরা যাক; লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে দু'বছর পর কোনো রাজ্যে অনাস্থা প্রস্তাবের কারণে বা জোট ভাঙ্গার ফলে কোনো মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। সেক্ষেত্রে কি সেখানে নতুন করে নির্বাচন হবে? যদি তা হয়; তবে কি সেই বিধানসভার মেয়াদ বাকি মাত্র তিন বছরের জন্য হবে? আর যদি তা না করা হয়; তবে কি সেখানে জোর করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে রাখা হবে? এই প্রশ্নগুলোর আইনি ও রাজনৈতিক মীমাংসা অত্যন্ত জটিল। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনের ক্যালেন্ডার এর সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা অথবা কৃত্রিমভাবে তার আয়ু বাড়িয়ে রাখা— দুই-ই ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর মূল স্পিরিটের পরিপন্থী।

পশ্চিমবঙ্গ; তামিলনাড়ু; কেরালা কিংবা ওড়িশার মতো রাজ্যগুলোতে আঞ্চলিক দলগুলোর অধিপত্য ও তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ভাষ্য অত্যন্ত জোরালো। ভারতের ভোটাররা অত্যন্ত সচেতন হলেও; যখন একই দিনে একই বুথে লোকসভা এবং বিধানসভার জন্য দুটি ভিন্ন ইভিএম বোতাম টিপতে হবে; তখন এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে; একই সঙ্গে ভুল হলে প্রায় ৭৭ শতাংশ ক্ষেত্রে ভোটাররা কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় স্তরেই একই দলকে ভোট দেওয়ার প্রবণতা দেখান। এর ফলে জাতীয় স্তরের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর হাই-ভোল্টেজ প্রচার; বিপুল অর্থবল এবং জাতীয় স্তরের ইসুগুলো (যেমন জাতীয় নিরাপত্তা; আন্তর্জাতিক নীতি ইত্যাদি) আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে রাজ্যগুলোর একান্ত নিজস্ব স্থানীয় সমস্যা গুলো। জলবন্টন; আঞ্চলিক কর্মসংস্থান; কিংবা রাজ্যের নিজস্ব জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির লড়াইগুলো জাতীয় তরঙ্গের তীব্রতায় খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে পারে। এটি প্রকারান্তরে ভারতের বহুদলীয় গণতন্ত্রকে একদলীয় বা দ্বিদলীয় মেরুকরণের দিকে ঠেলে দেওয়ার এক সুনিপুণ কৌশল বলে মনে করছেন অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

অর্থ সাশ্রয়ের যে যুক্তিটি দেওয়া হচ্ছে; লজিস্টিক বা পরিকাঠামোগত বাস্তবতার সামনে তা বড়সড় ধাক্কা খায়। ভারতের নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী; একই সঙ্গে সারাদেশে ভোট করতে গেলে বর্তমানের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ইভিএম বা ভিভিপ্যাট মেশিনের প্রয়োজন হবে। এই বিপুল পরিমাণ যন্ত্র তৈরি; সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সেগুলোর প্রযুক্তিগত আপগ্রেডেশনের খরচ মোটেও কম নয়। তদুপরি; একটি মেশিনের আয়ু ১৫ বছর হলে; পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচনে সেটি মাত্র তিনবার ব্যবহৃত হতে পারবে। ফলে অর্থ সাশ্রয়ের যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে; তা দীর্ঘমেয়াদে কতটা লাভজনক হবে; সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এর সাথে যোগ হবে দেশজুড়ে লক্ষাধিক বুথে একসঙ্গে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিহ্ন করার জন্য নজিরবিহীন মাত্রায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের অভাবনীয় লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ।

১৯৭৩ সালের ঐতিহাসিক কেশবানন্দ ভারতীয় মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল; সংসদের সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা থাকলেও তা যেন সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (Basic Structure)-কে ধ্বংস না করে। 'যুক্তরাষ্ট্রবাদ' এবং 'গণতন্ত্র' এই মৌলিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'এক দেশ এক ভোট' কার্যকর করার তাড়াহুড়োয় যদি রাজ্যগুলোর অধিকার খর্ব হয়; তবে তা বিচারবিভাগীয় স্কুটিনির মুখে পড়তে বাধ্য। গণতন্ত্রে নির্বাচন কেবল সরকার গঠনের মাধ্যমে নয়; তা হলে শাসকের ওপর জনগণের চাবুক মারার অধিকার। ভারতে ঘন ঘন নির্বাচন হওয়ার একটা ইতিবাচক দিক হলো; রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় জনগণের দরবারে হাজির থাকতে বাধ্য হয়। আজ লোকসভা; কাল বিধানসভা; পরশু পৌরসভা বা পঞ্চায়েত ভোটের কারণে রাজ্যনেতারা সারা বছরই জনগণের ক্ষোভ- বিক্ষোভের মুখোমুখি হন এবং জনমুখী নীতি ঘোষণা করতে বাধ্য থাকেন। যদি পাঁচ বছরে মাত্র একবারই ভোট হয়; তবে নির্বাচনের পর দীর্ঘ চার বছর আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনগণের প্রতি চরম উদাসীন হয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঘন ঘন ভোট শাসকদলকে অহংকারী হতে বাধা দেয় এবং এক ধরনের রাজনৈতিক জবাবদিহিতা জারি রাখে। ইউরোপের ছোট; সমসত্ত্ব জনসংখ্যার কোনো দেশের পক্ষে 'এক রূপ; এক ভোট' নীতি আদর্শ হতে পারে। কিন্তু ভারত কোনো একক সংস্কৃতির দেশ নয়; এটা একটি মহাদেশের মতো সমাহার। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই এই দেশের শক্তির উৎস। প্রশাসনিক সুবিধা বা আর্থিক ব্যয় সংকোচনের অজুহাতে যদি জোর করে রাজনৈতিক সমরূপতা চাপিয়ে দেওয়া হয়; তা হিতে বিপরীত হতে পারে।

'এক দেশ এক ভোট' নীতিকে যদি বলপূর্বক কার্যকর করতেই হয়; তবে তার আগে দেশের সব রাজনৈতিক দল; রাজ্য সরকার এবং সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এক বৃহত্তর ও আন্তরিক জাতীয় ঐক্যমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রী কাঠামোর যৌথ খামারকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল দিল্লির কেন্দ্রবিন্দু থেকে নেওয়া যে কোনো একতরফা সিদ্ধান্ত ভারতের গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদকে এক গভীর সংকটের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেবে। উন্নয়ন এবং সংস্কার অবশ্যই কাম্য; তবে তা যেন ভারতের বহুত্ববাদী যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের নিজস্ব ছন্দ ও আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে না হয়। তাই বিশেষ নিরীখে বলা যায়; ভারতকে এক ছাতার তলায় আনার এই পরীক্ষা যেন শেষ পর্যন্ত বহুত্বের সুরম্য প্রাসাদকে ভেঙে একমুখী একঘেয়েমি তৈরি না করে।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

আবু সাঈদের মৃত্যুতে গড়ে ওঠা জুলাইয়ের ঐক্য ভাঙলো কীভাবে ?

তাফসীর বাবু

জুলাই আন্দোলনে নিহত আবু সাঈদের পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি- সেটাই ফ্রেমে বাঁধাই করে নিয়েছেন তার মা মনোয়ারা বেগম। ছেলের এই একটি ছবিই ছিল তার কাছে। মনোয়ারা বেগম মাঝে মাঝেই ছবিটা বের করেন, নেড়েচেড়ে দেখেন। কাপড় দিয়ে মুছে আবার রেখে দেন। বাসার পাশেই আবু সাঈদের কবর। প্রায় প্রতিদিনই সন্তানের কবরে দোয়া করেন আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন। তিনি এখনো হিসেব করেন, ছেলে বেঁচে থাকলে কী কী হতে পারতো।

'ছেলে হারানোর যে কষ্ট, আমার আত্মাটা এতদিনেও ঠাণ্ডা হইলো না। হয়তো সে সামনে ঘোরাঘুরি করতো, চাকরি করতো, বিয়ে-শাদি করতো, বাড়ি-ঘর করতো। আমার সামনে থাকতো। এগুলো তো কিছু হলো না' বলেন আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ১৬ই জুলাই গুলিতে রংপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদ মারা গিয়েছিলেন শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে। কিন্তু আন্দোলনে ১৬ই জুলাই তার মৃত্যু আন্দোলনের গতিপথ পাল্টে দেয়। অনেকের মতেই তার মৃত্যু তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ৫ই অগাস্টের পর সেই ঐক্য আর থাকেনি, সেখানে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় বিভক্তি। আন্দোলনের ক্রেডিট, নির্বাচন, সংস্কার প্রশ্নে বদলে যায় ঐক্যের বাস্তবতা। আবু সাঈদের মৃত্যু থেকেই "হাসিনা হটাও" আন্দোলন? চব্বিশের জুলাইয়ে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন সারাদেশে বেগবান হচ্ছিলো, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছড়িয়ে পড়ছিলো। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সরকার একপর্যায়ে এই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। পুলিশ প্রশাসন তো বটেই, বিভিন্ন স্থানে মারমুখী হয়ে ওঠে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষও হতে থাকে।

এরই একপর্যায়ে ১৬ই জুলাই রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আবু সাঈদ নিহত হন। সেসময় ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে দেখা যাচ্ছিলো, আবু সাঈদের দিকে গুলি ছুঁড়ছেন পুলিশ সদস্যরা। অন্যদিকে পুলিশের সামনে দুই হাত দু"দিকে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন আবু সাঈদ। গুলির মুখে তার দাঁড়ানোর এই দৃশ্য এবং পরে তার মৃত্যু আন্দোলনে নাটকীয় পরিবর্তন আনে। তার ছবি ও ভিডিও মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোড়ন তোলে। ওই মুহূর্তটাই হয়ে ওঠে 'আন্দোলনের টার্নিং পয়েন্ট'- বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন লেখক ও রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ।

তখনকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলছিলেন, আবু সাঈদের মৃত্যু দুটি বিষয় ঘটিয়েছে। এক. আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা ও সব দল-মতের ঐক্য তৈরি করেছে। দুই. আন্দোলনে গতি এনে সেটাকে সরকার পতন আন্দোলনের দিকে নিয়ে গেছে।

'এ ধরনের আন্দোলনে যদি কেউ নিহত হয়, তখন আন্দোলন বেগবান হয়। এটা ঊনসত্তরে আমরা দেখেছি আসাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। নব্বইয়ে দেখেছি যখন ডাক্তার মিলনকে মেরে ফেললো তখন এই আন্দোলনে আর পিছু হটার সিচুয়েশন ছিল না। এখানে আবু সাঈদের মৃত্যুটাও আন্দোলনে সঞ্জীবনী শক্তির মতো কাজ করেছে,' বলেন তিনি।

পরবর্তী দিনগুলোতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে যোগ দেন। 'আওয়ামী লীগ, তার সমর্থক এবং আওয়ামী লীগের কোলাবরেটর যারা, তারা বাদ দিয়ে বাকি সবার মধ্যে আমরা একটা ঐকবদ্ধ অবস্থান দেখলাম। এটা হয়ে গেলো "হাসিনা হটাও" আন্দোলন। আবু সাঈদের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এটা শুরু,' যুক্ত করেন মহিউদ্দিন আহমদ। আন্দোলনের ঐক্য পরে হোঁচট খেলো কোথায়?

জুলাইয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শেখ হাসিনার পতন এবং তার দেশ ছেড়ে পালানোর পর বাংলাদেশে নতুন আরেক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সেটা হচ্ছে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনায় বিশাল এক শূন্যতা। জুলাইয়ে গড়ে ওঠা ঐক্য প্রথম হোঁচট খায় এই শূন্যতা কীভাবে এবং কারা পূরণ করবে সেটাকে ঘিরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিনা লুৎফা বলেন, তখন কে, কী সুবিধা নেবে সেই হিসেব-নিকেশ শুরু হয়।

'একেবারে ইউনিয়ন লেভেল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের টপ পর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতা যেভাবে বিলি-বণ্টন হয়, সেই বিলি-বণ্টনের পুরো ব্যবস্থাটা হঠাৎ করে ভ্যানিশ (অদৃশ্য) হয়ে যায়। এরকম একটা পতনের পরে এই পুরো স্ট্রাকচারের জায়গাগুলোতে নতুন কেউ আসার জন্য একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়,' তিনি বলেন। এই প্রতিযোগিতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে মূলত রাজনৈতিক শক্তিগুলো। এরসঙ্গে যুক্ত হয় অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতারাও।

লেখক ও রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, 'বড় দল হিসেবে এখানে বিএনপি একটা পক্ষ ছিল। আবার ওই সময়ে জামায়াতে ইসলামীর একটা বড় রকমের পুনরুত্থান হলো। তারাও একটা পক্ষ। আবার যারা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন, তারাও একটা পক্ষ হয়ে গেলেন, নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকলেন।' তিনি বলেন, 'দেখা গেলো, কেউ সচিবালয়ে নিজের লোক বসাচ্ছে, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের লোক বসাচ্ছে। সেখানে একধরনের প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বৈরথ তৈরি হলো।'

জুলাইয়ের আন্দোলন ছিল মূলত কোটা সংস্কারের দাবিতে এবং এর কেন্দ্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলো, যার শুরুটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু এই আন্দোলন পরে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলো আন্দোলনে অংশ নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে শুরু করে। তবে শুরুতে তারা সেভাবে সামনে আসেনি। বরং নেপথ্যে থেকেই কাজ করেছে। কিন্তু পাঁচই অগাস্ট পরবর্তী সময়ে এই রাজনৈতিক শক্তিগুলো সামনে চলে আসে এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে আন্দোলনের ক্রেডিট কার সেটা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিনা লুৎফা মনে করেন, মূলত আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, তাদের রাজনৈতিক সংগঠন এবং শক্তি না থাকাতেই যাদের সেটা ছিল সেই রাজনৈতিক দলগুলো সামনে চলে আসে।

'যারা (নেতৃত্বের) সামনে ছিল তাদের প্রস্তুতি ছিল না। তাদের রাজনৈতিক দল ছিল না। কিন্তু যাদের রাজনৈতিক দল ছিল, তারা সেটার ক্রেডিট দাবি করলেন। কারণ তারা বললেন যে, তারা পেছনে ছিলেন, তাদের নানাধরনের সমর্থন এখানে ছিল। তো এসব দাবি, সেগুলো নানাভাবেই ঐক্য নষ্ট করেছে। ...এখানে মাস্টারমাইন্ড ঘোষণাও আমরা দেখেছি,' বলেন তিনি।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, সেসময় সব পক্ষ বিশেষকরে রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়েই বিভক্তি? শুরুর দিকে ক্রেডিট ভাগাভাগি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, সেখানেই সবকিছু আটকে থাকেনি। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি আরো তিক্ত হয়ে ওঠে। একদিকে নির্বাচন কবে হবে তা নিয়ে দলগুলোর মধ্যে শুরু হয় পাল্টাপাল্টি বিরোধ, অন্যদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নেয় সংস্কারের নানা অ্যাজেন্ডা।

সেসময় প্রধান দুটি ইস্যু নির্বাচন এবং সংস্কার -দুটো নিয়েই নানাভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে দলগুলো। কিন্তু এই যে সবকিছু নিয়েই বিভক্তি তার মূলে আসলে কী ছিল? রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ মনে করেন, 'ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারাই ছিল এখানে মুখ্য।' অন্যদিকে সামিনা লুৎফাও একই মত দেন। তিনি বলেন, 'কে দ্রুত ক্ষমতায় যাবে, কোন প্রসেসে যাবে সেটাই ছিল মূল বিষয়। সেটাকে কেন্দ্র করেই তারা যা কিছু করার, করেছেন। কেউ একজন সংস্কার সংস্কার করছে, কিন্তু আসলে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন সংস্কার, যেটা দিয়ে সে আগে ক্ষমতায় পৌছাতে পারবে।'

'আপনি চিন্তা করেন, বিএনপির মতো দলকে বলতে হয়েছে যে, আমরা তখন চাপে পড়ে এইটাতে (সংস্কারে) রাজি হয়েছি। কারণ তা না হলে নির্বাচন পিছিয়ে যাবে। মানে সবগুলো রাজনৈতিক দলেরই এখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল আমি কীভাবে ক্ষমতায় যাবো,' বলেন সামিনা লুৎফা। দলগুলো একদিকে বিভক্ত হয়েছে, অন্যদিকে এই বিভক্তি ছড়িয়েছে অভ্যুত্থানের সমর্থকসহ সমাজেরও বিভিন্ন স্তরে। পরে ২০২৬ সালে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও সেটার আর কোনো পরিবর্তন চোখে পড়েনি। কিন্তু এর ফল কী? মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, এরফলে জনগণের মধ্যে "বিভ্রান্তি বাড়ছে"। 'এখন একটা ধারণা হয়েছে যে মানুষ আবারো প্রতারিত হচ্ছে। মানুষ একবার বাহাত্তর সালে প্রতারিত হয়েছে, নব্বইয়ে প্রতারিত হয়েছে এবং এবারও এ ধারণাটা জেঁকে বসেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে যে, তাহলে কেন আমরা বারবার আন্দোলন করি। তখনই অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে, আগেই তো আমরা ভালো ছিলাম,' বলেন মহিউদ্দিন আহমদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২৬ দিনের অনশন ভাঙ্গলেন ওয়াংচুক

● প্রথম পাতার পর

জবাবদিহি নিয়ে সংসদে আলোচনা করার আশ্বাস পাওয়ার পরই ২৬ দিনের অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নিট প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় আত্মহত্যাকারী পরীক্ষার্থীদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী ছাত্র-যুবকদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা না করার আশ্বাসও সরকার দিয়েছে।

অনশন প্রত্যাহারের পর সোনম ওয়াংচুক বলেন, ‘‘আমার ২৬ দিনের অনশনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ৬৫ জন সাংসদ আমার সঙ্গে দেখা করেছেন অথবা চিঠি লিখে অনশন ভাঙার অনুরোধ করেছেন। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, প্রশ্নফাঁসের বিষয়টি সংসদে আলোচনা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও একই আশ্বাস দিয়েছেন। গত কয়েক দিন ধরে আমি লিখিত প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায় ছিলাম। আজ সেই লিখিত আশ্বাস পেয়েছি।’’

তিনি জানান, দীর্ঘ আলোচনার পর এবং দেশে সম্ভাব্য অশান্তির আশঙ্কার কথা বিবেচনা করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। খুব শীঘ্রই একটি পৃথক ভিডিও বার্তায় সমস্ত শর্ত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবেন বলেও জানান। পাশাপাশি সকলকে শান্তি বজায় রাখার এবং কোনও ধরনের হিংসা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

লাদাখের স্বায়ত্তশাসন ও পরিবেশ সুরক্ষার দাবিতে অনশনরত ওয়াংচুক অনশন ভাঙার সময় কেন্দ্র সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদ, লাদাখ অ্যাপেক্স বডি, কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ), চিকিৎসক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় আরও কঠোর আইন ও কঠিন শাস্তির বিধান রাখতে কেন্দ্র সরকার একটি বিস্তৃত খসড়া বিল প্রস্তুত করেছে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আগামী সপ্তাহে চলতি সংসদ অধিবেশনেই বিলটি উত্থাপন করা হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত আড়াই মাসে প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং বহু অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রায় ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৯ জুলাই ফল প্রকাশের পর দেশজুড়ে সফল পরীক্ষার্থীদের আনন্দের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় সরকার নিরন্তর কাজ চালিয়ে যাবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

অন্যদিকে, ২৬ দিনের অনশন ভাঙার পর সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে তাঁকে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার এক্স-এ করা পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘‘আমি সোনমজিকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে দৈনন্দিন জীবনযাপন করেন এবং যত দ্রুত সম্ভব আগের ওজন ফিরে পান। সর্বশক্তিমানের কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।’’

প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা আসে শুক্রবার সকালে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ২৬ দিনের অনশন ভাঙার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং, অ্যাপেক্স বডি অব লেহ-লাদাখের শীর্ষ নেতারা, চিকিৎসক এবং পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ওয়াংচুক অনশন প্রত্যাহার করেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় আরও কঠোর ব্যবস্থা এবং কঠিন শাস্তির বিধান রেখে একটি বিস্তৃত খসড়া বিল প্রস্তুত করেছে কেন্দ্র সরকার। শুক্রবারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। আগামী সপ্তাহে চলতি সংসদ অধিবেশনেই বিলটি উত্থাপন ও পাস করানোর লক্ষ্য রয়েছে বলে জানা গেছে।

সোনম ওয়াংচুকের দীর্ঘ অনশন দেশজুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা তাঁকে অনশন প্রত্যাহারের আবেদন জানান। এর আগে ওয়াংচুক নিজেই জানিয়েছিলেন, ৬৫ জন সাংসদ হয় তাঁকে হাসপাতালে এসে দেখা করেছেন, নয়তো চিঠি দিয়ে অনশন ভাঙার অনুরোধ জানিয়েছেন। সম্ভাব্য অশান্তি এড়ানোর স্বার্থে দীর্ঘ আলোচনার পর এবং অহিংসার পথ বজায় রাখার লক্ষ্যেই তিনি অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন বলে জানান।

২৬ দিনের এই অনশনের অবসানের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম দীর্ঘ অনশন কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটল। একই সঙ্গে লাদাখের বিভিন্ন দাবি, সুশাসন এবং পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে জাতীয় স্তরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাও নতুন করে সামনে উঠে এসেছে।

এদিকে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সিজেপি (ককরোচ জনতা পার্টি)-র ব্যানারে হওয়া ছাত্র আন্দোলনে পেলেট গান ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করে ‘‘মিথ্যা বলার’’ অভিযোগ তুলেছেন। পেলেটে আহত বলে দাবি করা ছাত্র সাহিলকে পাশে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, ২০ জুলাই ‘চলো সংসদ’ কর্মসূচির সময় পুলিশের অভিযানে সাহিল গুরুতর আহত হন। তাঁর দাবি, শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন দমন করতেই পেলেট গান ব্যবহার করা হয়েছিল।

সাংবাদিকদের সামনে সাহিলের শরীরের আঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে রাহুল বলেন, এটি ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযানের ‘‘প্রত্যক্ষ প্রমাণ’’। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঘটনার প্রকৃত তথ্য প্রকাশের দাবি জানান। রাহুল বলেন, সরকার বারবার বলছে যে পেলেট ছোড়া হয়নি। কিন্তু এই ঘটনাই তার প্রমাণ। এ সময় তিনি সাহিলের মুখ, ডান হাত এবং শরীরের উপরের অংশে থাকা বলে দাবি করা পেলেটের আঘাতের চিহ্ন দেখান।

অভিযোগ অনুযায়ী, ১৯ বছর বয়সী সাহিল সোমবারের বিক্ষোভে পেলেটের আঘাতে আহত হন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। তাঁর ডান চোখেও গুরুতর আঘাত লাগে বলে দাবি করা হয়েছে।

রাহুল গান্ধীর অভিযোগ, জাতীয় পতাকা হাতে নিজের অধিকার দাবিতে আন্দোলন করার সময় সাহিলের ওপর পেলেট ছোড়া হয়। তিনি বলেন, আমার ভাই জাতীয় পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। পেলেট তার ডান চোখে লাগে। সে এখন সেই চোখে দেখতে পাচ্ছে না এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আন্দোলন দমনের চেষ্টা সত্ত্বেও ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ তাদের লক্ষ্য থেকে সরে আসেনি।

পেলেট গান ব্যবহারের অভিযোগকে ঘিরে ইতোমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আন্দোলন দমনে পুলিশের ভূমিকা এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (ট্রুঞ্জ)-এর সদস্যরা পেলেট ব্যবহার করেছিলেন। এ বিষয়ে বাহিনীর তরফে অভিযোগ যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধী ছাত্রদের এবং বিরোধী জোটের দাবিগুলিও পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁদের দাবির মধ্যে রয়েছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অপসারণ, ছাত্রদের ওপর হামলার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া। তিনি বলেন, এসব দাবি থেকে তারা সরে আসবেন না।

ছাত্রদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাহুল বলেন, তারা নিজেদের ন্যায্য দাবিতে রাস্তায় নেমেছে, কিন্তু সরকার তাদের প্রতি ‘‘সংবেদনহীন ও অসহিষ্ণু’’ আচরণ করছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অপসারণের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে রাহুল বলেন, যিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁকে অপসারণ করা উচিত। ধর্মেন্দ্র প্রধান একজন অপরাধী শিক্ষামন্ত্রী। তাঁকে পদ ছাড়তেই হবে।

অন্যদিকে, সমাজকর্মী ও পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক ২৬ দিনের অনশন প্রত্যাহার করলেও যন্তর মন্তরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। দলের স্পষ্ট বক্তব্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না।

শুক্রবার সিজেপির মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে দল আগেই তাঁকে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছিল। তিনি দাবি করেন, সরকারের কাছ থেকে আন্দোলনকারীদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন ওয়াংচুক।

রাঙ্কার কথায়, ‘‘আমরা সোনমজিকে অনশন ভাঙার আবেদন জানিয়েছিলাম। টানা ২৬-২৭ দিনের অনশনে তাঁর শারীরিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। আমরা গর্বিত যে তিনি সরকারের কাছ থেকে আমাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায় করেছেনশান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।’’

তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, আন্দোলনের মূল দাবি এখনও পূরণ হয়নি। ‘‘আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত যন্তর মন্তরের আন্দোলন চলবে। আন্দোলনের শুরু থেকেই তাঁর পদত্যাগ আমাদের প্রধান দাবি। তিনি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা এক পা-ও পিছিয়ে যাব না,’’ বলেন রাঙ্কা।

কেন্দ্র সরকারের আশ্বাস এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদদের প্রতিশ্রুতির পর শুক্রবার ২৬ দিনের অনশন ভাঙেন সোনম ওয়াংচুক। তাঁর দল এক্স-এ জানায়, পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস, শিক্ষা ব্যবস্থায় জবাবদিহি, সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা, সাম্প্রতিক নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্কে আত্মহত্যাকারী পরীক্ষার্থীদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা না করার আশ্বাস পাওয়ার পরই অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আশুতোষ রাঙ্কা আরও জানান, শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে সিজেপি প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গেছে। বৈঠকে যা আলোচনা হবে, তা পরে সাংবাদিকদের জানানো হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রশ্নফাঁস, পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার এবং জবাবদিহির দাবিতে ছাত্র সংগঠন ও বিরোধী দলগুলির আন্দোলনের মধ্যেই এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, পরীক্ষায় অনিয়ম রোধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আন্দোলনকারীদের উত্থাপিত উদ্বেগকে গুরুত্ব দিয়েই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

PNIET No:-11/EE/TJB/DIV-I/AGT/2026-27 dated 21-07-2026

Single bid percentage rate e-tender is invited for 2(two) nos. works viz.

1. D'NIET. No. 18/CE/TJB/2026-27
2. D'NIET No. 17/CE/TJB/2026-27

Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs. 30-07-2026

Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartalal@gmail.com.

(For and on behalf of Governor of Tripura)
Executive Engineer
Tripura Jal Board Division-.I
Agartala, Tripura (W).

ICA/C-1327/26

আটক বন্ধু

● প্রথম পাতার পর

পথ অবরোধ করা হয়েছিল। তখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করানো হলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। বারবার আবেদন-নিবেদন করেও কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য দিন-রাত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনকারীরা।বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে ধূপতলি এলাকায় রাস্তা অবরোধ শুরু হয়। আন্দোলনে অংশ নেওয়া এক মহিলা অভিযোগ করেন, বেহাল রাস্তার কারণে সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছানো সম্ভব না হওয়ায় তাঁর অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূর গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। তিনি এই ঘটনার জন্য প্রশাসনের গাফিলতিকেই দায়ী করেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, আন্দোলনের জেরে তাঁর ছেলেকেও পুলিশ আটক করেছে।অবরোধস্থলে কাকড়াবন ব্লকের বিডিও এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্ষার কারণে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তবে আন্দোলনকারীরা প্রশ্ন তোলেন, কয়েক মাস আগে যখন কাজের আশ্বাস দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করানো হয়েছিল, তখন তো বর্ষাকাল ছিল না। সেই প্রতিশ্রুতি কেন রক্ষা করা হয়নি, তার সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি বলেই দাবি তাঁদের।পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে লিখিত আশ্বাস দেওয়ার প্রস্তাব এলেও আন্দোলনকারীরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের সাফ বক্তব্য, রাস্তা সংস্কারের কাজ বাস্তবে শুরু না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না।শুক্রবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপর পুলিশ অবরোধ তুলে দেয়। অভিযোগ, এই সময় আন্দোলনকারীদের সরাতে লাঠিচার্জ করা হয় এবং ৭ থেকে ৮ জনকে আটক করা হয়। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।আটকের ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ফের একত্রিত হয়ে পুনরায় অবরোধ শুরু করেন। এর ফলে সড়কের দু”প্রান্তে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হোক। অন্যথায় আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। অন্যদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ফিরে এসে তিনি বহুবার পরিবারের সদস্যদের ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া পাননি। পরে বাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে তিনি দেখেন, কৃষ্ণ চক্রবর্তী ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। ঘরে ঢুকে তিনি দেখতে পান, তাঁর মা ছবি চক্রবর্তী গলাকাটা অবস্থায় রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছেন এবং বাবা শঙ্কর চক্রবর্তীর মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিবেশীদের খবর দেন এবং পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন চক্রবর্তী আরও দাবি করেন, তাঁর ভাই কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রেম করে একটি মেয়েকে আইনিভাবে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের পরিবার সেই বিয়ে মেনে নিলেও, মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে তা মেনে নেওয়া হয়নি। এই ঘটনার সঙ্গে ওই পরিবারের কোনও যোগ থাকতে পারে বলে তাঁর সন্দেহ।তিনি আরও বলেন, তাঁদের পরিবারে কোনও ধরনের পারিবারিক অশান্তি ছিল না। তাই এই ঘটনায় তিনি বিস্মিত। তাঁর আশা, পুলিশের নিরপেক্ষ তদন্তেই মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য সামনে আসবে।এদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটির সব সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক রিপোর্ট, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পুলিশ এখনও মৃত্যুর কারণ বা ঘটনার পেছনে কারও জড়িত থাকার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি।এই মর্মান্তিক ঘটনায় পশ্চিম মুহুরীপুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একই পরিবারের তিন সদস্যের রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘটনাকে ঘিরে নানা জল্পনা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

অসুস্থ এক

● প্রথম পাতার পর

তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করেন। পরে বোতলটি পরীক্ষা করে দেখা যায়, সেটির মেয়াদ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। ঘটনার বিষয়ে দোকান মালিক মধু সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগের দায় অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, কীভাবে বা কখন ওই মেয়াদোত্তীর্ণ কোল্ড ড্রিঙ্কসটি দোকানে এসেছে, সে বিষয়ে তাঁর কোনও ধারণা নেই। বিষয়টি সরবরাহকারী সংস্থার অসাবধানতার কারণে হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, জনবহুল ও ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় খাদ্য ও পানীয়ের মান নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত। যথাযথ নজরদারির অভাবেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে তাঁদের দাবি।

এলাকাবাসী অবিলম্বে খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট দোকানসহ আশপাশের অন্যান্য দোকানেও অভিযান চালিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে কি না, তা তদন্ত করা হোক। একই সঙ্গে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের তদন্তের পরেই ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

দল গঠিত

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, এই নির্দেশ জারির পর সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তে নতুন গতি আসবে বলেই মনে করছে তদন্তকারী মহল। এখন তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে এবং পুলিশ শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

P'NIeT No.:- 75/EE/PNIe-T/MECH. DIVN/AGT/2026-27 Dated:-17/07/2026

The Executive, Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work or firms holding a valid licence/authorisation issued by the competent Government authority for installation and maintenance of Lifts or reputed firms, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No:	38/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Estimated Cost :	Rs.2,54,867.00
Time of Completion :	03 (Three) years
Last date and time of Submission of bid :	27/07/2026 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-1338/26

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

NOTICE INVITING e- TENDER NO:-26/EE/AGRI/W/2026-27

The ExecutiveEngineer, Agri. West Divisionon behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tendersin Twobid system from the eligible Central & State public sector undertaking /enterprise eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Govt. Organization of otherState & Centralforthefollowingwork:-

Sl no.	Name of work &DNIeT no.	Estimated cost	Earnest money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction of Deputy Director of Agriculture Office (West) at A.D Nagar, Agartala under West District. (2nd Call) (16/CE/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27)	Rs.2,62,91,787/-	Rs. 5,25,836/-	Up to 03/08/2026 at 2.00 P.M	At 03.00 PM on 03/08/2026	Appropriate Class
2.	Construction of 15(fifteen) nos stall at Kamthana under Kaiyadhepa G.P under Bishalgarh Agri Sub-Division. (2nd Call) (17/SE/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27)	Rs.47,20,334/-	Rs. 94,407/-			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-1331/26

(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
ELECTRICAL DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the 'Hon'ble Mayor,AMC invites online percentage rate e-tender in single bid system for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/20/2026-27	16,79,680.00	33,594.00	21(Twenty one) Days	Date : 29/07/2026 Time : 15.00 Hrs
02	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/20/2026-27	4,95,830.00	9,917.00	10(Ten) Days	

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC

Sd/
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA,TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T- No: 11/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated: 20/07/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET NO	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	Improvement of road by RCC & cover drain from the H/O Ashish Bhadra to the H/O Dilip Karmakar via Nihar Banik at Karmakar goli (opposite of Aloran Sangha Club) under Ward No-14, AMC. **D.N.I.E.T No. 36/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 22,88,611	Rs. 45,772	120 (One hundred twenty) days
2	Improvement of newit constructed saswan boundary by fencing at Kalikapur near Biswarup Temple under ward No-15, AMC. **D.N.I.E.T No. 37/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 16,54,694	Rs. 33,094	90(Ninety) Days
3	Development of Vivekananda Byamagar with necessary allied works under 8-Town Bordowali Constituency. **D.N.I.E.T No. 38/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 13,10,845	Rs. 26,217	120 (One hundred twenty) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 27-07-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 27-07-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

Dated, the 24th July, 2026

NOTIFICATION

Reference: - Advertisement vide No. 01/2025 dated 01.01.2025

This is for information of all concerned that the results of the Written Examination for recruitment to the post of **Youth Organizer, Group-C (Non-Gazetted)** under Education (Youth Affairs & Sports) Department, Govt of Tripura held on 22.02.2026 has been uploaded in https://tpsc.tripura.gov.in and the Interview/ Personality Test of the provisionally qualified candidates scheduled to be held on and from **15th September, 2026.**

For further details please visit https://tpsc.tripura.gov.in.

The Commission shall not be responsible for printing error by the published media, if there be any.

(S MOG, LAS)
SECRETARY, TPSC

জঙ্গি দমন ও মাদকবিরোধী অভিযানে মণিপুরে সাফল্য
চার জঙ্গি ও এক মহিলা মাদক পাচারকারী গ্রেপ্তার

ইম্ফল, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): মণিপুরে জঙ্গি দমন ও মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পৃথক অভিযানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের চার সক্রিয় সদস্য এবং এক মহিলা মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া চার জঙ্গি কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি), কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ (কেওয়াইকেএল) এবং ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল আর্মি (ইউকেএনএ)-র সদস্য। ইম্ফল পূর্ব, বিষ্ণুপুর এবং তেংনৌপাল জেলায় পৃথক অভিযানে তাদের ধরা হয়।গ্রেপ্তার হওয়া কেওয়াইকেএল জঙ্গি ময়াংলম্বম তোম্বা সিং ওরফে লাকপা (৩৯)-র কাছ থেকে একটি ৯ মিমি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন ক্যালিবারের ১১ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, তিনি এর আগে মৈরাংয়ের একটি পেট্রোল পাম্পে বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত ছিলেন।অন্যদিকে, গ্রেপ্তার হওয়া ইউকেএনএ সদস্য এস. পালাল কুকি ওরফে লালবোই সিংসন সংগঠনের অর্থ বিভাগের প্রধান। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি একাধিক গুলিবর্ষণ ও তোলাবাজির ঘটনায় অভিযুক্ত।এদিকে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর পাটনা শাখার অনুরোধে টি.এইচ. কাওনি নামে এক ঘোষিত পলাতক অভিযুক্তকেও আটক করেছে মণিপুর পুলিশ। পরে তাকে ইম্ফলের সিবিআই-এর দুর্নীতি দমন শাখার (এসিবি) হাতে তুলে দেওয়া হয়। জাল ও ভুয়ো আইনি নথি ব্যবহারের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তদন্ত ও বিচার এড়িয়ে যাওয়ায় তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি হয়েছিল এবং তাকে ঘোষিত পলাতক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।এছাড়া থৌবাল জেলার লিলং থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে লেইলা (৩০) নামে এক মহিলা মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে ১০টি সাবানের কৌটায় লুকিয়ে রাখা ৩৮৯ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ।এদিকে, রাজ্যজুড়ে জঙ্গি দমন অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। উপত্যকা ও পাহাড়ি এলাকার সংবেদনশীল এবং মিশ্র জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি ও এলাকা দখল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।জঙ্গি ও সন্দেহভাজনদের গতিবিধি রুখতে রাজ্যের পাহাড় ও উপত্যকা মিলিয়ে ১১২টি নাকা ও চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৩৭) দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবাহী ট্রাকসহ অন্যান্য যানবাহনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাহিনী এসকর্ট দিচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ অংশগুলিতে কনভয় সুরক্ষাও জোরদার করা হয়েছে।সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো ভিডিও ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো নিয়ে সতর্ক করে মণিপুর পুলিশ সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

শৈলখোদিত ভাস্কর্যের সংরক্ষণ ও ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই অগ্রগতির পর্যায়ে রয়েছে এবং তা দ্রুত সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সীমিত প্রশাসনিক ও আর্থিক সংস্থানের কারণে আপাতত এএসআই-এর আঞ্চলিক কার্যালয় আইজল থেকে আগরতলায় স্থানান্তর করা সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক।কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সাংসদ বিপ্লব দেব বলেন, ঊনকোটির মতো বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে এই স্থান আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

দাবিতে অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

এমনকি একাধিক বিয়ের বরযাত্রীর গাড়িও।স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বড় গর্ত, ভাঙাচোরা অংশ এবং কাদায় ভরা রাস্তার কারণে ছোট-বড় সব ধরনের যানবাহন চলাচল করতে চরম সমস্যার মুখে পড়ছে। প্রতিদিনই দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।বিক্ষোভকারীদের দাবি, একাধিকবার গন্ডাছড়া ও আমবাসা মহকুমা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও রাস্তা সংস্কারের জন্য কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রশাসনের দীর্ঘদিনের উদাসীনতার প্রতিবাদেই এদিন পথ অবরোধে নামতে বাধ্য হন তাঁরা। শুক্রবার গঙ্গানগর বাজারের সাপ্তাহিক হাট থাকায় অবরোধের প্রভাব আরও বেশি পড়ে। বহু ক্রেতা-বিক্রেতা বাজারে পৌঁছাতে না পেরে ফিরে যেতে বাধ্য হন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে বের হওয়া মানুষও দুর্ভোগের শিকার হন।অভিযোগ, সকাল থেকে বেলা প্রায় ১১টা পর্যন্ত প্রশাসনের কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছাননি। এতে ক্ষোভ আরও বাড়ে অবরোধকারীদের মধ্যে। পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কয়েকজন সরকারি প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁদের আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শুধু আশ্বাস নয়, অবিলম্বে গন্ডাছড়া-আমবাসা সড়কের সংস্কার কাজ শুরু করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, রাস্তা-সহ বিভিন্ন মৌলিক পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। প্রশাসন দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

কাজের সন্ধান

রেল মন্ত্রকে টেকনিশিয়ান ৬,৫৫৭ পদ অনলাইনে দরখাস্ত ও কম্পিউটারে পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় রেলে রেল মন্ত্রকের অধীনে টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬,৫৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ ও ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে টেকনিশিয়ানপদে ৬,৫৫৭ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে বিশেষ করে টেকনিশিয়ান পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৭-২০২৬-এর হিসেবে নির্দিষ্ট বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিকপ্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৬,৫৫৭টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ১০০৯টি, এসটি'র জন্য ৫৯৭টি, ওবিসি'র জন্য ১৫৬৫টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ৬৫৮টি পদ সংরক্ষিত। এর পরও বাকি ২,৭২৮টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৩৩০টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৬৬১টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। টেকনিশিয়ান গ্রেড-ওয়ান সিগন্যাল পদের ক্ষেত্রে বেতনক্রম ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে লেভেল ৫। শুরুতে বেতনের স্কেল ২৯,২০০ টাকা, মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড বি-১, বয়স ১৮-৩৩ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে। এসসি/ এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩ বছর, এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রে ৩ বছর, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১০ বছর। রেলে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও বিশেষ ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের মোট সংখ্যা ৩২৩টি। টেকনিশিয়ান গ্রেড-থ্রি পদের ক্ষেত্রে বেতনক্রম ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে লেভেল ২। শুরুতে বেতনের স্কেল ১৯,৯০০ টাকা, মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড পদ বিশেষে ভিন্নতর, বয়স ১৮-৩০ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে। এসসি/ এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩ বছর, এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রে ৩ বছর, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১০ বছর। রেলে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও বিশেষ ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের মোট সংখ্যা ৬,২৩৪টি। তবে এবিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে আগরতলায় পরীক্ষা কেন্দ্র হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৯ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৯ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া স্ক্যান করে রাখতে হবে আপনার নিজের স্বাক্ষর, প্রয়োজন অনুযায়ী সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা ও মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর সিইএন নং- ০২/ ২০২৬। তারিখ ২৩ জুলাই। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে ১৮৫৩ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেলে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১০,০০০ হলেও এনসিআর বা নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়েতে ১,৮৫৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা উত্তর মধ্য রেলের প্রয়াগরাজ, ঝাঁসী, আগ্রা ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ৭ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৭ আগস্ট। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থীবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১০,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটার ভিত্তিক প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা ছাড়াই রেলওয়েতে নিয়োগের এটি একটি দারুন সুযোগ। মেরিটের ভিত্তিতে প্রথমে বাছাই করে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ দেওয়া হয়। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৭-০৭-২০২৬-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ০৭-০৭-২০০২ থেকে ০৭-০৭-২০১১ এর মধ্যে। বয়সের উর্ধবসীমায় ওবিসি-দের ক্ষেত্রে ৩ বছর, এসসি ও এসটি-দের ক্ষেত্রে ৫ বছর, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষমদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ বছর এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - আরআরসি/ এনসিআর/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস ০১/ ২০২৬। তারিখ ৭ জুলাই, ২০২৬। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — প্রয়াগরাজ ডিভিশনে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট আসন ৭০৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৮৮টি, ওবিসি'র জন্য ১৯০টি, এসসি'র জন্য ১০৪টি, এসটি'র জন্য ৫২টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬৯টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ২১টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৩৫টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ৩৮৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫৬টি, ওবিসি'র জন্য ১০৪টি, এসসি'র জন্য ৫৮টি, এসটি'র জন্য ২৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৮টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ১২টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত। একই ডিভিশনে ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে মোট আসন ১৪০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৫৭টি, ওবিসি'র জন্য ৩৮টি, এসসি'র জন্য ২১টি, এসটি'র জন্য ১০টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৪টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৪টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত। ঝাঁসী ডিভিশনে মোট আসন ৫১৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২০৮টি, ওবিসি'র জন্য ১৪০টি, এসসি'র জন্য ৭৭টি, এসটি'র জন্য ৩৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ১৫টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ২০টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ২৪০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৯৬টি, ওবিসি'র জন্য ৬৬টি, এসসি'র জন্য ৩৬টি, এসটি'র জন্য ১৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৪টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৭টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত। আগ্রা ডিভিশনে মোট আসন ২৯৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১২৩টি, ওবিসি'র জন্য ৭৯টি, এসসি'র জন্য ৪৬টি, এসটি'র জন্য ১৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৯টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৬টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ২৮টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ৮০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩২টি, ওবিসি'র জন্য ২২টি, এসসি'র জন্য ১২টি, এসটি'র জন্য ৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ২টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত। প্রতিটি ডিভিশনেই ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার ইত্যাদি ১৫টি ট্রেডে নিয়োগ করা হচ্ছে। অন্যান্য ডিভিশন বা ওয়ার্কশপের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এস.এস.সি অফিসার (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এম.এ, এম.এস.সি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ৩২-৪৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পার্সোনাল ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (আই.ও.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ১৫২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ ৫ আগস্টে, কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখসহ

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬,৫৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ ও ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, এলডিসি, স্টাফ নার্স, রিসার্চ অফিসার (স্বাস্থ্য মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি জি.এম, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **মাইনিং সর্দার, সার্ভেয়ার (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক পাশ,
পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসোসিয়েট (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল) ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে অন্যান্য শহরে। তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **৬৮তম শর্ট সার্ভিস কমিশন (টেকনোলজি) (আর্মি)**
শূন্যপদ ঃ ৩৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৭ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কোলফিল্ড ও কর্পোরেট সেক্টরে ৫৯৬ চাকরি, ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোলফিল্ডে মাইনিং সর্দার, সার্ভেয়ারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক পাশ, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। বিস্তারিত খবর হলো —

কোলফিল্ডে বিশেষ করে নর্দার্ণ কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। নর্দার্ণ কোলফিল্ডে মাইনিং সর্দার, সার্ভেয়ারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৫-০৮-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিস্তারিত দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এনসিএল/ এসআইএনজি/ এইচ.আর/ ডাইরেক্ট-রিক্রুটমেন্ট/ ২০২৬-২৭/ ২৪৬, তারিখ ১০ জুলাই, ২০২৬। শূন্যপদের ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং - ১ ঃ মাইনিং সর্দার (গ্রুপ সি) মোট শূন্যপদ ২৫৪টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৫১টি, এসটি'র জন্য ১৩টি, ওবিসি'র জন্য ৬৪টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৫টিপদ সংরক্ষিত। ১০১টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং - ২ ঃ সার্ভেয়ার (গ্রুপ বি) মোট শূন্যপদ ৫টি। এর মধ্যে এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ২টি পদ অসংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক পাশ, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর। বয়স ঃ ০৫-০৮-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)। যেমন, ওবিসি-দের জন্য ৩ বছর এবং এসসি/ এসটিপ্রার্থীদের জন্য ৫ বছরের শিথিলতা রয়েছে। মূল মাইনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিধি অনুযায়ী অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে। প্রার্থী বাছাইয়ের পদ্ধতি সহ বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'ক্যারিয়ার' লিঙ্ক-এ। প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের। মালটিপল চয়েজ ধর্মী প্রশ্ন। মোট ১০০ নম্বর। কাট অফ মার্কস যেমন অসংরক্ষিত ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫০ নম্বর, ওবিসি, এসসি/ এসটিপ্রার্থীদের জন্য ৪০ নম্বর পেলে ইন্টারভিউর জন্য ডাক পাবেন। কবে এবং কোথায় পরীক্ষা নেওয়া হবে, তা জানানো হবে কল লেটারের মাধ্যমে। নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে নজর রাখতেও বলা হয়েছে। একইভাবে, কর্পোরেট সেক্টরে বিশেষ করে ন্যাশনাল হাইস্পিড রেল কর্পোরেশন লিমিটেডেও টেকনেশিয়ানপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। এদিকে, অপর এক কর্পোরেট সেক্টরে বিশেষ করে ন্যাশনাল হাইওয়ে এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডে অ্যাসোসিয়েট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল) ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে অন্যান্য শহরে। তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৫ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রেই অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* নেভিতে **এস.এস.সি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এম.এ, এম.এস.সি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ৩২-৪৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের পার্সোনাল ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আই.ও.সি.এল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ ৫ আগস্টে, কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬,৫৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ ও ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে **এমটিএস, এলডিসি, স্টাফ নার্স, রিসার্চ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ডেপুটি জি.এম, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। শূন্যপদ ঃ ১৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **মাইনিং সর্দার, সার্ভেয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক পাশ, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসোসিয়েট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল) ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে অন্যান্য শহরে। তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আর্মিতে **৬৮তম শর্ট সার্ভিস কমিশন (টেকনোলজি)** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৭ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

জিআইএস প্রযুক্তিতে উন্নয়নের নতুন দিশা নাগাল্যান্ডে ড্রোন উদ্ভাবন ও সৌরশক্তি মানচিত্র তৈরিতে জোর

কোহিমা, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): জিওস্পেশিয়াল প্রযুক্তির বিস্তৃত ব্যবহার করে প্রমাণভিত্তিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে নাগাল্যান্ড জিআইএস অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং সেন্টার (এনজিআইএসআরএসসি)। শুক্রবার রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে এই কেন্দ্রের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দিয়েছে।
এনজিআইএসআরএসসি-র সিনিয়র প্রজেক্ট ডিরেক্টর জানান, রাজ্যজুড়ে গ্রামভিত্তিক সম্পদ মানচিত্র তৈরি, জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনার মূল্যায়ন, ভবনের স্তর পর্যন্ত শহরে মানচিত্রায়ন, ভূমিধস-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল চিহ্নিতকরণ, জলজ সম্পদের মানচিত্র তৈরি, যান চলাচল সমীক্ষাসহ একাধিক বিষয়ভিত্তিক জিওস্পেশিয়াল প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
নাগাল্যান্ডের মুখ্যসচিব (উন্নয়ন) ও ডেভেলপমেন্ট কমিশনার ওয়াই. কিখেতো সেমা সম্প্রতি এনজিআইএসআরএসসি পরিদর্শন করে বিশেষজ্ঞ, আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি কেন্দ্রটির কাজের প্রশংসা করে বলেন, বিস্তৃত জিওস্পেশিয়াল ডেটাবেস এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা রাজ্যের তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বাইরের সংস্থার উপর নির্ভর না করে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের উচিত এনজিআইএসআরএসসি-র প্রযুক্তিগত দক্ষতা, পরিকাঠামো ও বিশেষজ্ঞদের আরও বেশি ব্যবহার করা।
কিখেতো সেমা নাগাল্যান্ডে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে একটি সমন্বিত সমীক্ষা চালানোরও পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, বর্তমান ও প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ গ্রিডের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই সমীক্ষা করলে বৈজ্ঞানিক ও দীর্ঘমেয়াদি শক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ হবে।
ড্রোন সেন্টার অব এক্সেলেন্সের আধুনিক পরিকাঠামোরও প্রশংসা করেন তিনি। তাঁর মতে, ড্রোন প্রযুক্তি কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ গড়ে তোলার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। তিনি কেন্দ্রকে রিমোট পাইলট, ড্রোন প্রযুক্তিবিদ, জিওস্পেশিয়াল জরিপ বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষক ও উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণের আহ্বান জানান।
এছাড়া নাগাল্যান্ডের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজস্ব ড্রোন নকশা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর মতে, এতে প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা বাড়বে এবং নাগাল্যান্ড ড্রোন প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও উদ্ভাবনের আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।
পরিদর্শনের সময় তাঁকে ড্রোন সেন্টার অব এক্সেলেন্স-ড্রোন স্কুলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও অবহিত করা হয়। আধিকারিকরা জানান, বর্তমানে এনপিভি ড্রোন পরিচালনা, ড্রোন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রোন-ভিত্তিক জিআইএস ম্যাপিং এবং ড্রোন সিনেমাটোগ্রাফির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৫৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ২০২৬ সালের আগস্ট মাস থেকে ডিজিসিএ অনুমোদিত ড্রোন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হওয়ার কথা রয়েছে।
সেমা কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো, ড্রোন সংযোজন পরীক্ষাগার, প্রোটোটাইপ ইউনিট এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ল্যাবও ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি ড্রোনের নকশা, সংযোজন, পরীক্ষা, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কেও তাঁকে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে রাহুলের ধর্না নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপের আর্জি আইনজীবীদের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারি বাসভবনের কাছে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে হওয়া ধর্না নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়ো মোটো) হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের একদল আইনজীবী। তাঁরা প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের কাছে চিঠি লিখে ২১ জুলাইয়ের ঘটনায় তথ্যভিত্তিক তদন্তের নির্দেশ এবং উচ্চ-নিরাপত্তা এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে অভিন্ন নির্দেশিকা প্রণয়নের আবেদন করেছেন।
অ্যাডভোকেট সংকেত গুপ্তের সমন্বয়ে বিভিন্ন হাইকোর্টের আইনজীবীদের স্বাক্ষরিত ওই আবেদনে বলা হয়েছে, ৭, লোক কল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনে হওয়া এই ধর্না সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিবাদের সীমা ছাড়িয়ে জাতীয় নিরাপত্তা এবং সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে।
আবেদনে দাবি করা হয়েছে, রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, একাধিক সাংসদ এবং কেরল ও কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীরা পূর্বানুমতি বা প্রশাসনকে আগাম না জানিয়েই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সংলগ্ন এলাকায় ধর্নায় বসেছিলেন।
আইনজীবীদের মতে, ওই এলাকা রাজধানীর অন্যতম স্পর্শকাতর উচ্চ-নিরাপত্তা অঞ্চল। ফলে সেখানে অনুমতি ছাড়া যে কোনও জমায়েত সাধারণ বিক্ষোভের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
আবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, দিল্লি পুলিশের ঊর্ধতন আধিকারিকরা বারবার আন্দোলনকারীদের সরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে এলাকাটির নিরাপত্তাজনিত গুরুত্বের কথা বললেও বিক্ষোভকারীরা ধর্না চালিয়ে যান।
আইনজীবীদের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ব্যক্তিগতভাবে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দিয়ে ধর্না প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েক ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলতে থাকে।
আবেদনে রাহুল গান্ধীর সামাজিক মাধ্যমে করা একটি পোস্টেরও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তিনি সাধারণ মানুষকে ধর্নায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
আইনজীবীদের মতে, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে জনসমাবেশের আহ্বান নিরাপত্তার দিক থেকে গুরুতর ও পূর্বানুমেয় ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, কারণ সেখানে কত মানুষ এবং কী উদ্দেশ্যে জমায়েত হবেন, তা আগে থেকে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।
আবেদনকারীদের দাবি, প্রায় তিন ঘণ্টা পর দিল্লি পুলিশ রাহুল গান্ধী-সহ অন্য সাংসদদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। তাঁদের বক্তব্য, বিরোধী দলনেতার মতো একজন সাংবিধানিক পদাধিকারীকে এভাবে সরাতে হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এই অচলাবস্থার সময় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার পরিণতি মারাত্মক হতে পারত।আইনজীবীরা আবেদনে উল্লেখ করেছেন, সংবিধানের ১৯(১)(খ) অনুচ্ছেদে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করার অধিকার স্বীকৃত হলেও, ১৯(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনশৃঙ্খলা, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার স্বার্থে এই অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।
তাঁদের মতে, উচ্চ-নিরাপত্তা এলাকায় যথাযথ পর্যালোচনা ছাড়া এ ধরনের বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হলে তা ভবিষ্যতে একটি অনভিপ্রেত নজির তৈরি করবে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কাঠামোর জন্য দীর্ঘমেয়াদে হুমকি হয়ে উঠতে পারে।এই প্রেক্ষিতে আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিষয়টির শুনানি গ্রহণ, তথ্যভিত্তিক তদন্তের নির্দেশ এবং উচ্চ-নিরাপত্তা এলাকায় বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য অভিন্ন নির্দেশিকা তৈরির আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এই নির্দেশিকায় একদিকে যেমন সাংবিধানিক প্রতিবাদের অধিকার রক্ষা করতে হবে, তেমনই জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থও নিশ্চিত করতে হবে।

গুজরাতে ভারী বৃষ্টির দাপট, নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে ৩৮ হাজারের বেশি মানুষ; উদ্ধার ৫,৫০০-রও বেশি

গান্ধীনগর, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত গুজরাতে জোরকদমে চলছে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান।
রাজ্যজুড়ে এখনও পর্যন্ত ৩৮,৬৫৩ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বন্যাকবলিত এলাকা থেকে ৫,৫৪৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকাজে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), ভারতীয় সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা ও কোস্ট গার্ড যৌথভাবে কাজ করছে।
গান্ধীনগরের স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার (এসইওসি) জানিয়েছে, চলতি বর্ষা মৌসুমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক বৃষ্টির জেরে হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যজুড়ে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-এর মোট ৪৯টি দল মোতায়েন রয়েছে।
এছাড়া আহমেদাবাদ, নওসারি এবং ভালসাদ জেলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছয়টি দল মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় দুটি করে সেনাদল উদ্ধার ও ত্রাণকাজে অংশ নিচ্ছে। ভাদোদরায় ভারতীয় বায়ুসেনা উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে, অন্যদিকে নওসারি, ভালসাদ এবং তাপি জেলার বন্যাকবলিত এলাকায় ভারতীয় কোস্ট গার্ড আকাশপথে নজরদারি চালাচ্ছে।
বিলিমোরা ও গান্দেভির প্লাবিত এলাকায় কোস্ট গার্ডের দল নৌকার সাহায্যে আটকে পড়া মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
উত্তর ও মধ্য গুজরাতের একাধিক এলাকায় শুক্রবারও ভারী বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। এসইওসি জানিয়েছে, গত দু''ঘণ্টায় বানাসকাঁঠা জেলার দেওদর তালুকায় তিন ইঞ্চির বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এছাড়া বানাসকাঁঠার ভাবর, আরাবল্লী জেলার ধানসুরা, আমরেলি জেলার লিলিয়া এবং পাটন জেলার সান্তলপুরে দুই ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।
এদিনও বিভিন্ন জেলায় উদ্ধার অভিযান অব্যাহত ছিল। ভালসাদ জেলার নানাপোন্ধা তালুকার পান্দোর গ্রামে এসডিআরএফ উদ্ধার অভিযান চালায়। নওসারি জেলার ভানসদা তালুকার ধারমপুরিতেও পৃথক উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হয়।
আহমেদাবাদ জেলার ঢোলকা তালুকার চালোদা গ্রামে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বৃষ্টির জলে আটকে পড়া তিনজনকে স্থানীয় প্রশাসন ও এসডিআরএফ যৌথভাবে উদ্ধার করে। অন্যদিকে, আহমেদাবাদ জেলার সারভাট ও বাদারখা গ্রামের মাঝখানে জলবন্দি হয়ে পড়া একটি বাসের ২০ জন যাত্রীকে ট্র্যাক্টরের সাহায্যে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।
নওসারি জেলার গান্দেভি তালুকার মেঘর গ্রামেও ভারতীয় কোস্ট গার্ড উদ্ধার অভিযান চালিয়ে প্লাবিত এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়।এদিকে, গুজরাতের ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র সিং মালিক শুক্রবার গান্ধীনগরের স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার পরিদর্শন করে ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির পরিস্থিতি এবং চলমান ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বাহুড়া যাত্রা শুরু, পুরীতে লক্ষাধিক ভক্তের ঢল; পাহান্ডি বিজে রীতিতে রথে আরোহন জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার

ভুবনেশ্বর, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): ওড়িশার পুরীতে শুক্রবার বাহুড়া যাত্রা উপলক্ষে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়েছে। পাহান্ডি বিজে রীতির মাধ্যমে শ্রীজগন্নাথ, বড়ভাই বলভদ্র, বোন দেবী সুভদ্রা এবং চক্ররাজ সুদর্শনকে গুণ্ডিচা মন্দির থেকে নিজ নিজ রথে আনা হয়। এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় দেবদেবীদের শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তনের পবিত্র বাহুড়া যাত্রা।
নয় দিন গুণ্ডিচা মন্দিরে অবস্থানের পর শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা শ্রীমন্দিরে ফিরে আসেন। ঐতিহ্যবাহী পাহান্ডি বিজে শোভাযাত্রায় ঢাক-ঢোল, ঝাঁঝর ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনির মধ্যে দেবদেবীদের গুণ্ডিচা মন্দির বা আডপ মণ্ডপ থেকে রথে আনা হয়।
এদিন পুরী শহর জুড়ে ধ্বনিত হয় 'জয় জগন্নাথ' ও 'হরিবোল' ধ্বনি। ভক্তিময় পরিবেশে পুরোহিতরা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করেন, ওড়িশি শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন এবং অসংখ্য ভক্ত ভজন, কীর্তন ও নৃত্যের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনায় মেতে ওঠেন।
প্রথা অনুযায়ী, দেবদেবীরা রথে আসীন হওয়ার পর পুরীর গজপতি মহারাজ দিব্য সিংহ দেব সোনার ঝাড়ু দিয়ে 'ছেরা পাহাঁড়া' (চেরা পাহানরা) নামে পরিচিত ঐতিহ্যবাহী রীতি পালন করবেন। এরপর ভক্তরা তিনটি রথ টেনে গুণ্ডিচা মন্দির থেকে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন।
বাহুড়া যাত্রা, 'সুনা বেশ'সহ অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ওড়িশা পুলিশও নিরাপত্তা ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুলিশের সেন্ট্রাল রেঞ্জের আইজি সত্যজিৎ নায়ক জানান, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন ব্যবস্থা, রথ টানা, রাতের নিরাপত্তা ও উপকূলীয় নিরাপত্তার জন্য মোট ২২৩টি পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।তিনি জানান, বাহুড়া যাত্রা এবং শনিবারের 'সুনা বেশ' উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমাগমের সম্ভাবনা থাকায় এ বছর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।পুলিশের অনুমান, শুক্রবার বাহুড়া যাত্রায় প্রায় সাত লক্ষ ভক্ত পুরীতে সমবেত হবেন। আর শনিবার 'সুনা বেশ' অনুষ্ঠানে ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষের সমাগম হতে পারে।

অসমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১০.৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ, ত্রাণকাজ জোরকদমে চলছে: হিমন্ত

গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): অসমে চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে ১০.৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রাজ্যের একাধিক জেলায় এখনও বন্যার প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শুক্রবার জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার দিনরাত কাজ করছে।সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন্যাকবলিত পরিবারগুলির কাছে খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধ এবং অন্যান্য জরুরি সামগ্রী নিরবচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।
তিনি লেখেন, "চলমান বন্যায় ১০.৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বহু জেলায় এখনও বন্যা পরিস্থিতি গুরুতর। প্রাণহানি ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে আমাদের সরকার ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে। খুব শীঘ্রই এই পরিস্থিতি নিয়ে একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করব।"
মুখ্যমন্ত্রীর শেয়ার করা সর্বশেষ বন্যা বুলেটিন অনুযায়ী, ২৯ এপ্রিল থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ২৫টি জেলার ১০,৬৩,২১৬ জন মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।বন্যায় ৭৭টি রাজস্ব চক্র এবং ২,০২৩টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। বর্তমানে ১৬২টি ত্রাণ শিবিরে ৪১,২৬৪ জন আশ্রয় নিয়েছেন। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ১,০৭২টি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত বন্যায় ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে শিবসাগরে ২১ জন, চরাইদেওতে ১০ জন, যোরহাটে ৮ জন, ধেমাজিতে ৩ জন, কার্বি আংলংয়ে ২ জন, গোলাঘাটে ২ জন এবং শোণিতপুরে ১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।এছাড়া এখনও ৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬ জন শিবসাগরের, এবং ধেমাজি ও চরাইদেওর একজন করে।
বন্যায় ব্যাপক সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। ৪০১টি বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং ১,৮৫৬টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
সরকারি হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার অভিযানে এখনও পর্যন্ত ২৮,৯১২ জনকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন্যা পরিস্থিতি এবং চলমান উদ্ধার ও ত্রাণকাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য তিনি শীঘ্রই একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন।

প্রশ্নফাঁস মামলায় ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গড়বে কেন্দ্র, দোষীদের রেহাই নয়: জ্যোতিরাদিত্য

গ্বালিয়র, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): নিট পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করাই কেন্দ্র সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং এই ধরনের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী আশুতোষ তিওয়ারির সমর্থনে প্রচারের জন্য দাতিয়ায় গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিন্ধিয়া বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্র সরকার এবং গোটা দেশের কাছে ছাত্রছাত্রীরাই দেশের ভবিষ্যৎ। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই নিটে অনিয়মের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে।"তিনি জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সামনে আনা হচ্ছে, যাতে যত দ্রুত সম্ভব আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা যায়।সিন্ধিয়া বলেন, "ছাত্রছাত্রীরা কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে। তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করা প্রতিটি সরকারের দায়িত্ব। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা ছিনিমিনি খেলেছেন, তাঁরা কেউই রেহাই পাবেন না। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
দেশের স্নাতক স্তরের মেডিক্যাল পাঠ্যক্রমে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ প্রশ্নফাঁস ও অন্যান্য অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে বিতর্কের আবহেই সিন্ধিয়ার এই মন্তব্য এসেছে। এই ঘটনায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জোরালো হয়েছে।
কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, পরীক্ষায় অনিয়মের ক্ষেত্রে তাদের 'জিরো টলারেন্স' নীতি রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপও শুরু হয়েছে।এছাড়া, সরকারি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ও সংঘবদ্ধ জালিয়াতি রুখতে কঠোর শাস্তির বিধান রেখে আইনি কাঠামো আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও কেন্দ্র জানিয়েছে।
সিন্ধিয়া পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করার সঙ্গে জড়িত কাউকেই কোনওভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।

এনটিএ

● **প্রথম পাতার পর**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তার পরদিনই এনটিএ-র পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা সামনে আসে।
সরকারি সূত্রে আরও জানা গেছে, বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি এনটিএ-র সাংগঠনিক কাঠামো ও পরীক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সুপারিশ করবে। আগামী এক মাসের মধ্যেই সংস্থার পুনর্গঠনের কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এনটিএ দেশের অন্তত ২০টি জাতীয় স্তরের পরীক্ষা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে জেইই, নিট এবং সিইউইটি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশিকা পরীক্ষা।
উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই এনটিএ-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের দাবিও জোরালো হয়েছে।
এদিকে শুক্রবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান এবং ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের লক্ষ্যে একটি বিলের খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। আগামী সপ্তাহেই বিলটি সংসদে পেশ করা হতে পারে। প্রস্তাবিত বিলে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতকে তিন মাসের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে রায় ঘোষণার নির্দেশ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
এর আগে এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান, প্রশ্নফাঁসের মতো অপরাধ রুখতে কঠোর শাস্তির বিধান রেখে একটি বিস্তৃত বিলের খসড়া তৈরি করেছে কেন্দ্র সরকার।

পাশে কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

বাড়ানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সহায়তাও প্রদান করা হয়।
এদিন নীলকমল সাহা বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত যুব কংগ্রেস তাদের পাশে থাকবে।
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে গত পাঁচ দিন ধরে সার্কিট হাউস এলাকায় ছাত্রদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনও ধীরে ধীরে এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং খার্চি মেলা আয়োজক কমিটির উদ্যোগে খার্চি উৎসব-২০২৬

চতুর্দশ দেবতা বাড়ী প্রাঙ্গণ, পুরাতন আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

২২ জুলাই ২৮ জুলাই, ২০২৬

২৫ জুলাই, ২০২৬ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৃষ্ণমালা মঞ্চ সকাল, **১১ টা একক যন্ত্রসঙ্গীত:**- অনিকেত দাস, জেলার অনুষ্ঠান: ধলাই জেলা, সমবেত ভক্তি সঙ্গীত: সত্যনিষ্ঠ কালচারেল সোসাইটি, সুরলিপি সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র, সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান:- আমতলী নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সপ্তসুর, বেলতলী নৃত্যপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্থানীয় বিদ্যালয়ের পরিবেশনায় বিচিত্রানুষ্ঠান: বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন, নেতাজী সুভাষ প্রগেসিভ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুকান্ত একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়, সমবেত জনজাতি নৃত্য-হৃদম ডাম্প একাডেমি, মনসা মঙ্গলপাঠ-খয়েরপুর (পুরাতন আগরতলা), শিখা দে ও তার দল, নিমাই সন্ন্যাস:- অঞ্জু মোদক ও তার দল, অষ্টভৈরব পরিবেশনায় নতুনকুঁড়ি, একক সঙ্গীত: মালবিকা সাহা, রিজা পাল, মঙ্গল দেববর্মা, পৌষালী চৌধুরী, দৃপ্ত নাথ, মিনাক্ষী সাহা, সৌমেন বনিক, যন্ত্রানুসঙ্গে: কি-বোর্ড-প্রবীর নট্ট তবলা জানম দেবনাথ অক্টোপ্যাড-মনীষ সাহা গিটার দীপজ্যোতি ঘোষ, সঞ্চালনায়: পাপড়ি ভট্টচার্য, **বিকাল ৩টা ৩০ মি, হাবেলী মুক্তমঞ্চঃ একক নৃত্যঃ** সানভিকা গাঙ্গুলি, সমবেত বাদ্যযন্ত্র:- দেবাশীষ আচার্য ও তার দল (তবলা বাদন), সমবেত সঙ্গীত: হৃদম সঙ্গীত কলাকেন্দ্র, বিবেক জ্যোতি কলাকেন্দ্র, নান্দনিক, কিশলয়, সুরাঙ্গিণা কলাকেন্দ্র, রবিতরঙ্গ, সুরমন্দির, সমবেত নৃত্য: তুইসা দেববর্মা ও তার দল, পাল পাড়া নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রুমন নৃত্যালয়, নৃত্যকলা একাডেমি, এ বি সি ডি ড্যান্স একাডেমি, অল এ ওয়ান ড্যান্স একাডেমি, ডমরু ড্যান্স একাডেমি, একক সঙ্গীত ঋত্তিকা দেবনাথ, রাজদ্বীপ বনিক, নয়নিকা সাহা, দেবাঞ্জলি পাল, শ্রেষ্ঠা ভট্টাচার্য্য, শোভরাজ দে, সোহাদূতা সাহা, নীলাঞ্জনা দাস, স্নেহা মোদক, স্বর্ণদ্বীপ চৌধুরী, সমবেত আবৃত্তি: দক্ষিণী, যন্ত্রানুসঙ্গে কি-বোর্ড বিপ্রজিৎ বসু তবলা কৃষ্ণ শুরু দাস অক্টোপ্যাড :- দেবযান বর্মণ, **সন্ধ্যা ৫ টা, কৃষ্ণমালা মঞ্চঃ** সমবেত বাদ্য:- রূপক কর্মকার ও তার দল (সেক্সোফোন বাদন), একক নৃত্য: রূপাঞ্জনা চৌধুরী, সমবেত সঙ্গীত:- গীতিমাল্য, রবিশ্বনি, শ্রুতিমধুর, নাদস্থান, রিফিউজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, **জনজাতি অনুষ্ঠান :** সমবেত সঙ্গীত: হুজুলা হুকুম বদল, রাগিনী মিউজিকেল বদল, লোক নৃত্য: হৈ হে মলসম নৃত্য, কলাই গড়িয়া একক সঙ্গীত:-উর্বশী ত্রিপুরা, মানিক দেববর্মা, তাপসী দেববর্মা, অভিজিৎ দেববর্মা, সমবেত নৃত্য নৃত্য প্রদীপ, নৃত্যাশ্রম, প্রিয়াছন্দ ড্যান্স একাডেমি, সমবেত সঙ্গীত:- শিল্পায়ণ মিউজিকেল সোসাইটি, দোলন চাঁপা, একক সঙ্গীত: অনিন্দ কাঞ্চন দত্ত, শর্মিষ্ঠা সরকার, প্রনব দেবনাথ, দীপালি সূত্রধর, সমবেত নৃত্য: অনয় ড্যান্স একাডেমি, নৃত্যায়ণ একাডেমি, সোসিও কালচারেল সোসাইটি, একক সঙ্গীত:- সুকান্ত শর্মা, জীবন কিষান, মৃন্ময় ঘোষ, রমা দাস, শ্রাবন্তী সাহা, টুলটুল বর্মণ, শঙ্করানন্দ চক্রবর্তী, সমবেত নৃত্য: সম্বোধি ফাউন্ডেশন, স্বস্তিকা ড্যান্স একাডেমি, একক সঙ্গীত:- ডোনা মজুমদার, গৌর দাস, লিলেন দেব, অনামিকা বসু, সৈকত দাস, যন্ত্রানুসঙ্গে কি-বোর্ড পার্থ সারথি ঘোষ তবলা-কৌশিক বনিক অক্টোপ্যাড: ধনঞ্জয় সরকার গিটার- শান্তনু রায় সঞ্চালনায়:- পাপ্পু আচার্য

২৬ জুলাই, ২০২৬: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৃষ্ণমালা মঞ্চঃ সকাল, ১১ টা একক বাঁশী বাদন:- কৃপাসিন্ধু জমাতিয়া, একক গিটার বাদন-প্রদীপ চৌধুরী, সমবেত সঙ্গীত: তুলসী সঙ্গীত কলাকেন্দ্র, সুরবাহার, বিচ্ছুরন, সুরলিপি, স্থানীয় বিদ্যালয়েরপরিবেশনায় বিচিত্রানুষ্ঠান:- শিশু নিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বঙ্কিমনগর লোকরঞ্জনশাখা, গায়ত্রী পরিবার, জেলার অনুষ্ঠান-গোমতী জেলা, সমবেতজনজাতি নৃত্য (সাংগ্রাই):- রাজু মগ ও তার দল, শান্তিরবাজার, সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান: নৃত্যমঙ্গল (ধর্মনগর), নৃত্য খুনি, আদিবাসী বাউল সঙ্গীত: শান্তিরবাজার, মনসামঙ্গল:- গৌরসুন্দর অপেরা, একক সঙ্গীত: গুরুদীপন আচার্য, প্রসেনজিৎদাস, বাচ্চু পাল, সৌম্যদিপ্ত দাস, আয়েশা দেববর্মা, চন্দ্র দাস, সিমরণ চক্রবর্তী, নন্দিতাসাহা, সুস্মিতা দত্ত, দেবযানী চক্রবর্তী, যন্ত্রানুসঙ্গে:- কি-বোর্ড-দেবজিৎ দেবনাথ তবলা- তথাগত দাস অক্টোপ্যাড-বিশ্বজিৎ দাস গিটার-ইন্দ্র দেববর্মা, সঞ্চালনায়:- দীপঙ্কর দেব, **সন্ধ্যা ৫ টা, কৃষ্ণমালা মঞ্চ:** একক বাদ্য:- অভিনন্দন সরকার (গিটার বাদন), একক নৃত্য: সরজিৎ দেব, অদৃজা ভট্টাচার্য, সমবেত সঙ্গীত: রবিঅঞ্জলি, সঙ্গীতায়ন, বৈদিক, ইয়ুথ কয়ার, নবভারতীয়ম, **জনজাতি অনুষ্ঠান**: লোক নৃত্য:- খুম্পুই কালচারেল একাডেমি, সম্রাট দেববর্মা ও তার দল, একক সঙ্গীত: জয়দেব দেববর্মা, বুদ্ধ দেববর্মা, গৌতম দেববর্মা, মনোরঞ্জন দেববর্মা।

উত্তর পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে আগত শিল্পীদের পরিবেশনা

সমবেত নৃত্য:- নৃত্যধুনি, নপুরা ড্যাম্প একাডেমি, এস আর ড্যান্স একাডমি, সমবেত সঙ্গীত: স্বস্তিগীত, বীরঙ্গণা উৎসালয়, রবিঅনুরাগ, কুঁড়েঘর, একক সঙ্গীত: মৌসুমী দাস, প্রিয়াঙ্কা বনিক, সাথী দেবনাথ, মধুরিমা ভট্টাচার্য, সমবেত নৃত্য: সঙ্গম ড্যান্স একাডেমি, তরঙ্গ ড্যান্স একাডেমি, একক সঙ্গীত: রূপালী নন্দী, পান্না ঘোষ, সৃজা দেব, নবমিতা সাহা, পাপড়ি দাস, সমবেত নৃত্য :- ডমরু ড্যান্স একাডেমি, তুলিকা মন্ডলম, ঘুঙ্গুর নৃত্যাশ্রম, একক সঙ্গীত: ত্রিশ্রোতা ভৌমিক, বিপ্লব আচার্য, অস্মিতা দাস, সমীর রায়, শ্যামা নম, কৌশিক দাস, রেখা দেব দাস, যন্ত্রানুসঙ্গে কি-বোর্ড নরোত্তম সিনহা তবলা রজত কুমার নাথ, অক্টোপ্যাড-অজয় বিশ্বাস, গিটার পলাশ আচার্য **সঞ্চালনায়:**- রাকা বিশ্বাস

সবার সাদর আমন্ত্রণ
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA-D-633/26

বিদ্র: অনুষ্ঠানসূচি পরিবর্তন যোগ্য

কর ভবনে আয়কর দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির। ছবি নিজস্ব

রাহুল গান্ধী নিট ইস্যুকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছেন: অসমের শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু

গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্ককে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার এমনই অভিযোগ করলেন অসমের শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু। তাঁর দাবি, পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার সংস্কারমূলক পদক্ষেপে সহযোগিতা করার পরিবর্তে কংগ্রেস ছাত্রছাত্রীদের উদ্বেগকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করছে।

গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে রণোজ পেগু বলেন, নিট প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর ও সংবেদনশীল বিষয়। এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার দ্রুত আইনি পদক্ষেপ করেছে।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন, যাতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়।

পেগুর কথায়, "প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকার স্পষ্ট হয়েছে।"

রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে অসমের শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরপর নির্বাচনী পরাজয়ের পর কংগ্রেস নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এই ইস্যুকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। "এখন ছাত্রছাত্রীদের উদ্বেগ দূর করে প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী করার সময়। রাজনৈতিক নাটক করার সময় নয়। ছাত্রদের উদ্বেগকে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার বানানো উচিত নয়," মন্তব্য করেন তিনি।

পেগু দাবি করেন, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং এনডিএ এই বিষয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য দল সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করার পথ বেছে নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রীর মতে, প্রশ্নফাঁসের ঘটনা বহুদিনের সমস্যা। এর সমাধানে রাজনৈতিক সংঘাত নয়, বরং কাঠামোগত সংস্কার, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, কর্নাটক, কেরল, তেলেঙ্গানা এবং হিমাচল প্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে প্রশ্নফাঁস ও নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের প্রসঙ্গও তোলেন। পাশাপাশি, অশোক গেহলটের নেতৃত্বাধীন পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজস্থানে একাধিক প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের বাইরে রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক বিক্ষোভকে 'অনুচিত' বলে মন্তব্য করেন রণোজ পেগু। তিনি দাবি করেন, গত এক দশকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে এবং দেশজুড়ে আইআইটি, আইআইএম, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে।

পাকিস্তানে দমন-পীড়নের ঘটনায় রাষ্ট্রপুঞ্জের নীরবতায় হতাশ ভারত

সংযুক্ত রাষ্ট্র, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): পাকিস্তানে, বিশেষ করে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দমন-পীড়নের ঘটনায় রাষ্ট্রপুঞ্জ (ইউএন) যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে হতাশা প্রকাশ করেছে ভারত। ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি. হরিশ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের এক উন্মুক্ত বিতর্কে এই অভিযোগ তোলেন।

'বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করা' শীর্ষক নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পি. হরিশ বলেন, পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে মানবাধিকার দমন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিয়মিতভাবে খর্ব করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮-১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উল্টোরথে মাসির বাড়ি থেকে জগন্নাথ জিউ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন, ভক্তদের ঢলে মুখর আগরতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই: রথযাত্রার পর নির্ধারিত নিয়ম মেনে আজ উল্টোরথের মধ্য দিয়ে মাসির বাড়ি থেকে নিজ মন্দিরে ফিরে এলেন ভগবান জগন্নাথ, ভ্রাতা বলভদ্র ও ভগিনী সুভদ্রা। এই উপলক্ষে আগরতলার জগন্নাথ জিউ মন্দিরে ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয় উল্টোরথ উৎসব। সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

এদিন বিশেষ পূজা-অর্চনা, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। পরে সুসজ্জিত রথ টানার মধ্য দিয়ে ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার পুনরায় জগন্নাথ জিউ মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

ভগবানের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের আশায় সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত মন্দিরে ভিড় জমান। নারী, পুরুষ, শিশু থেকে প্রবীণসব বয়সের মানুষের উপস্থিতিতে মন্দির প্রাঙ্গণ ভক্তিময় পরিবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে। অনেকেই রথের দড়ি টেনে নিজেদের ধন্য মনে করেন এবং পরিবারের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে প্রার্থনা জানান।

উৎসব উপলক্ষে মন্দির ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। ভক্তদের সুবিধার্থে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকরাও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, উল্টোরথের দিন ভগবান জগন্নাথের রথ টানলে এবং দর্শন করলে পুণ্য লাভ হয়। সেই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই এদিন বিপুল সংখ্যক ভক্ত এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। ভক্তদের উৎসাহ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, শঙ্খধ্বনি ও "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে আগরতলার জগন্নাথ জিউ মন্দির চত্বর। শান্তিপূর্ণ ও ধর্মীয় আবহের মধ্য দিয়ে এ বছরের উল্টোরথ উৎসব সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

কে.টি. ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে পর্যালোচনা বৈঠক, দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার

আগরতলা, ২৪ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার পশ্চিম জোলাইবাড়ীস্থিত কে.টি. ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শুক্রবার এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য স্থানীয় কমিটির সদস্য শুভ্রু মানিক।

বৈঠকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষভাবে পাঠদানের গুণগত মান বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আধুনিক শিক্ষা-উপকরণের ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় করা হয়।

এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, বিদ্যালয়ের বিদ্যমান সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে তার সমাধান এবং ভবিষ্যতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করে তোলার সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা, অবকাঠামোগত চাহিদা এবং শিক্ষার পরিবেশ আরও উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ধাপে ধাপে সমস্যার সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বৈঠকের শেষে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, আধুনিক ও উন্নত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রশাসনের সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এসি কোচের লিনেনে দাগ শনাক্তে এআই প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু ভারতীয় রেলের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): এসি শ্রেণির যাত্রীদের জন্য আরও উন্নত ও পরিচ্ছন্ন লিনেন পরিষেবা নিশ্চিত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা-ভিত্তিক দাগ শনাক্তকরণ প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করেছে ভারতীয় রেল। শুক্রবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে সেন্ট্রাল রেলের পুনে বিভাগ এবং নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলের জয়পুর ও যোধপুর বিভাগের লন্ড্রিগুলিতে এই পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ধোয়া লিনেনের মান নির্ধারণে এআই-চালিত ক্যামেরার মাধ্যমে দাগ শনাক্ত করা হচ্ছে।

অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, প্রতিটি যাত্রায় এসি কোচের যাত্রীদের পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত লিনেন সরবরাহ করা ভারতীয় রেলের অগ্রাধিকার। প্রচলিত রেলওয়ে বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের লিনেনের নির্দিষ্ট ব্যবহারকাল রয়েছে এবং ব্যবহার, অবস্থা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে অযোগ্য লিনেন প্রত্যাহার করে নতুন লিনেন সরবরাহ করা হয়।

তিনি জানান, প্রতিটি বেডরোল প্যাকেটে দুটি বিছানার চাদর, একটি বালিশের কভার এবং একটি হাত মুছার তোয়ালে থাকে। একটি চাদর সিটে বিছানোর জন্য এবং অন্যটি কম্বলের নিচে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়, যাতে কম্বল সরাসরি যাত্রীর শরীরের সংস্পর্শে না আসে। এই অতিরিক্ত চাদরটি একবার ব্যবহারের পরই ধুয়ে ফেলা হয়।

যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলের পরিচালিত ট্রেন এবং কামাখ্যা-হাওড়া রুটে চলাচলকারী নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সব এসি যাত্রীকে কম্বলের কভার সরবরাহ করা হচ্ছে। এই উদ্যোগ যাত্রীদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে বলে জানান রেলমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, সব যান্ত্রিক লন্ড্রিতে লিনেন পরিষ্কারের কার্যকারিতা যাচাই করতে 'হোয়াইটোমিটার' ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া লন্ড্রির কাজকর্ম পর্যবেক্ষণের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরাও বসানো হয়েছে।

রেলমন্ত্রী জানান, যাত্রী নিরাপত্তা জোরদার করতে রেলস্টেশন, যাত্রীবাহী কোচ এবং অন্যান্য রেল প্রাঙ্গণে ধাপে ধাপে সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপন করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত দেশের ৩,২১৫টি রেলস্টেশন এবং ১৩,৪০৯টি যাত্রীবাহী কোচে সিসিটিভি ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

বিহারে উত্তেজনার জেরে মুজফরপুরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ, জেহানাবাদে গ্রেপ্তার ১৫

পাটনা, ২৪ জুলাই (আইএএনএস): রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক অশান্তি ও হিংসার ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া করেছে বিহার প্রশাসন। গুজব রুখতে মুজফরপুরের একাধিক এলাকায় সাময়িকভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ছাত্র বিক্ষোভে হিংসার ঘটনার পর জেহানাবাদে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।মুজফরপুর জেলা প্রশাসনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র দফতর টাউন-১ এবং টাউন-২ পুলিশ মহকুমায় ইন্টারনেটভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া ও মেসেজিং পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ শাখার জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, ২৪ জুলাই দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে ২৬ জুলাই সকাল ১০টা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

প্রাণীপালকদের দোরগোড়ায় এবার ভেটেরিনারি পরিষেবা, ৫০টি মিনি মোবাইল ইউনিটের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: রাজ্যের প্রাণীস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক, শক্তিশালী ও জনমুখী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল ত্রিপুরা সরকার। প্রাণীপালকদের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজলভ্য প্রাণিচিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে শুক্রবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে ৫০টি ব্লক-স্তরের "মিনি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট"-এর শুভ উদ্বোধন করেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য ও তপশিলি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। অনুষ্ঠানে সবুজ পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে যানবাহনগুলির আনুষ্ঠানিক যাত্রার সূচনা করেন তিনি।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিক এবং দপ্তরের প্রায় ৩০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্য সরকার প্রাণীপালকদের দোরগোড়ায় আধুনিক, সহজলভ্য এবং কৃষকবান্ধব প্রাণিচিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাণীর স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হবে, প্রাণীমৃত্যুর হার কমবে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রাণীপালকদের আয় ও জীবিকার উন্নয়ন ঘটবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, পশুপালন গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই সময়মতো চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিশ্চিত করা গেলে পশুপালকদের আর্থিক ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে। এই লক্ষ্যেই রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন মিনি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের পর্বে মন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিরা প্রতীকীভাবে চালকদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দেন এবং ইউনিটগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষেবার জন্য রওনা করান।

উল্লেখ্য, এর আগে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যজুড়ে ১৩টি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করেছিল, যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় জরুরি প্রাণিচিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছে। সেই উদ্যোগের সাফল্যের ভিত্তিতেই এবার আরও ৫০টি মিনি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করা হয়েছে, যাতে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে দ্রুত ও কার্যকর প্রাণিচিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা যায়।

১৯৬২ টোল-ফ্রি ভেটেরিনারি হেল্পলাইনের সঙ্গে সংযুক্ত এই ইউনিটগুলির মাধ্যমে প্রাণীর চিকিৎসা, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, টিকাকরণ, কৃমিনাশক প্রদান, কৃত্রিম প্রজনন, গর্ভধারণ পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা সরাসরি প্রাণীপালকদের বাড়ির কাছেই পৌঁছে দেওয়া হবে। সরকারের আশা, এই উদ্যোগের ফলে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে এবং পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার পরিবার সরাসরি উপকৃত হবেন।

টিএমসি ও ড. বি.আর.এ.এম হাসপাতালে বিরল অস্ত্রোপচার, ৬ বছরের শিশুর মূত্রথলি থেকে ৫ সেমি পাথর সফলভাবে অপসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ (টিএমসি) ও ড. বি.আর. আম্বেদকর মেমোরিয়াল (বি.আর.এ.এম) টিচিং হাসপাতালে এক বিরল ও জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মাত্র ৬ বছর বয়সি এক শিশুর মূত্রথলি থেকে প্রায় ৫ সেন্টিমিটার আকারের একটি বিশাল পাথর সফলভাবে অপসারণ করেছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, এত অল্প বয়সী শিশুর মূত্রথলিতে এত বড় পাথর পাওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

এই জটিল অস্ত্রোপচারে নেতৃত্ব দেন শিশু শল্য চিকিৎসা বিভাগের চিকিৎসক ডা. অনিরুদ্ধ বসাক। তাঁর সঙ্গে অস্ত্রোপচার দলে ছিলেন সহকারী শল্য চিকিৎসক ডা. শঙ্খ শুভ্র, অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডা. সৌরভ সাহা এবং স্ক্রাব সিস্টার বিথিকা দাস। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে শিশুটি চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানানো হয়েছে।

চিকিৎসকদের মতে, শিশুদের ক্ষেত্রে মূত্রথলিতে এত বড় আকারের পাথর খুবই বিরল। সময়মতো অস্ত্রোপচার না হলে সংক্রমণ, তীব্র ব্যথা, প্রস্রাবে বাধা এবং কিডনির জটিলতাসহ বিভিন্ন গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারত।

এই সাফল্যের জন্য অস্ত্রোপচার দলের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁদের মতে, এই সফল অস্ত্রোপচার রাজ্যের শিশু শল্য চিকিৎসা পরিষেবার সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত এবং ভবিষ্যতে জটিল অস্ত্রোপচার পরিচালনায় চিকিৎসকদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং দক্ষ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে রাজ্যে উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে তারা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে।

নিট কেলেঙ্কারি ও আন্দোলনকারী ছাত্র-যুবদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সোনামুড়ায় এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৪ জুলাই: নিট পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ এবং দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জ ও শারীরিক হামলার প্রতিবাদে শুক্রবার সোনামুড়া বাজারে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই-এর সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটি।

মিছিলটি সোনামুড়া বাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। এতে সংগঠনের ছাত্র-যুব কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নিয়ে নীট কেলেঙ্কারির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান এবং আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করেন।

মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষার অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর বলপ্রয়োগ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই নেতৃত্বের দাবি, নীট সংক্রান্ত অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে এবং আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়। প্রতিবাদ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়।

বিলোনীয়া বনকর নদীর উত্তর পাড়সিত 'ইয়ুথ ক্লাব অ্যান্ড প্লে সেন্টার' এর উদ্যোগে খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ শে জুলাই: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্লাব নিচ্ছে উৎসবের প্রস্তুতি। সেই আবহেই ধর্মীয় আচার ও রীতি মেনে বিলোনীয়া বনকর নদীর উত্তর পাড়সিত 'ইয়ুথ ক্লাব অ্যান্ড প্লে সেন্টার' আয়োজন করে তাদের ৪৭ তম দুর্গাপূজার শুভ 'খুঁটি পূজা'। বিশাল বাজেট, আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা নিয়ে এবারের উৎসবকে স্মরণীয় করে তুলতে প্রস্তুত ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

ঢাকের আওয়াজ,উলুধ্বনি, আর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সূচনা হলো ইয়ুথ ক্লাব অ্যান্ড প্লে সেন্টার-এর ৪৭ তম শারদোৎসবের খুটি পূজা। নিষ্ঠার সাথে খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করল ক্লাব প্রাঙ্গণে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি বছর তাঁদের বাজেট নির্ধারিত হয়েছে ১৮ লাখ টাকা। দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে মণ্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জা বিশেষ আয়োজন।

শুধু তাই নয়, উৎসবে আয়োজন করা হয়েছে একগুচ্ছ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। শুভ পঞ্চমী থেকে শুরু করে মহানবমী পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।উৎসবের পাশাপাশি নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতাও ভুলে যায়নি এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব।

উল্টো রথ কার্নিভালে যোগ দিতে ধর্মনগরে রাজ্যপাল, কড়া নিরাপত্তায় উৎসবমুখর শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী উল্টো রথযাত্রা কার্নিভালে অংশ নিতে শুক্রবার ধর্মনগরে পৌঁছালেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তাঁর আগমনকে ঘিরে ধর্মনগর শহরে উৎসবের আবহের পাশাপাশি জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শুক্রবার রেলপথে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছালে রাজ্যপালকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রায়, জেলা শাসক চান্দনি চন্দ্রনসহ প্রশাসনের অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকরা। এ সময় রাজ্যপালকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়।

রেলস্টেশন থেকে রাজ্যপাল সরাসরি ধর্মনগর ডাকবাংলোয় যান। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বিকেল সাড়ে ৫টায় ধর্মনগর কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পরে তিনি উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উল্টো রথযাত্রা কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেন। কার্নিভালের বিভিন্ন আকর্ষণ ঘুরে দেখার পাশাপাশি রাজ্যপাল উপস্থিত দর্শনার্থী, আয়োজক এবং বিশিষ্টজনদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তাঁর উপস্থিতিকে ঘিরে উৎসবে আগত মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

রাজ্যপালের সফর উপলক্ষে গোটা ধর্মনগর শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও জনবহুল এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশাসনের আশা, ধর্মীয় উৎসব ও রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে সকলের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবারের ঐতিহ্যবাহী উল্টো রথযাত্রা কার্নিভাল।

ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরে ভক্তিমুখর উল্টো রথযাত্রা, মনশ্রীর সুস্থতা কামনায় বিশেষ প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: রাজধানীর আশ্রম চৌমুহনীস্থিত ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরে শনিবার ভক্তিময় পরিবেশে পালিত হলো পবিত্র উল্টো রথযাত্রা উৎসব। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ পূজা-অর্চনা, হরিনাম সংকীর্তন ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়।

পরে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার সুসজ্জিত রথযাত্রা বের হয়। রথের রশি টেনে আনুষ্ঠানিকভাবে উল্টো রথযাত্রার সূচনা করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের কর্পোরেটর সুখময় সাহা, মনিমুক্তা ভট্টাচার্যসহ ইসকনের কর্মকর্তারা এবং বহু ভক্ত-অনুরাগী।

এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিরল রোগে আক্রান্ত কিশোরী মনশ্রীর রথের রশি টানা। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানায়, মনশ্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ভগবান জগন্নাথের আশীর্বাদ প্রার্থনার উদ্দেশ্যেই তাকে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরের কর্মকর্তা জে. এম. দাস জানান, মনশ্রী যেন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে দ্রুত সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে, সেই প্রার্থনাই সকল ভক্তের সঙ্গে মিলে ভগবান জগন্নাথের কাছে নিবেদন করা হয়েছে। উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে মন্দিরে বিশেষ পূজা, হরিনাম সংকীর্তন, ধর্মীয় আলোচনা এবং ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। দিনভর ভক্তদের উপস্থিতি, "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রের ধ্বনি এবং ভক্তিমূলক পরিবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা মন্দির চত্বর। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, উল্টো রথযাত্রার মাধ্যমে মাসির বাড়ি থেকে ভগবান জগন্নাথের নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন হয়। সেই উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও বিপুল সংখ্যক ভক্ত এই উৎসবে অংশ নিয়ে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

জনকল্যাণমূলক প্রকল্প দ্রুত

● আটের পাতার পর

বিস্তারিত আলোচনা হয়। মন্ত্রী বিভিন্ন নাগরিক পরিকাঠামো ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে বলেন, উন্নয়নের সুফল নির্ধারিত সময়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা জরুরি।

তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিকতা, সমন্বয় এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি নাগরিকদের স্বচ্ছ, উন্নতমানের ও সহজলভ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেন।

সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকার উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনসেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

চোরাই কাঠ

● আটের পাতার পর

একটি দল দ্রুত হরিপুর এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে সন্দেহভাজন একটি বোলেরো পিকআপ গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চেরাই কাঠ উদ্ধার করা হয়। পরে কাঠসহ গাড়িটি জব্দ করে বন দপ্তরের কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়।

বন দপ্তর জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কাঠের উৎস এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত জব্দ করা কাঠ ও গাড়ি বন দপ্তরের হেফাজতেই ছিল। অভিযান প্রসঙ্গে বন পেট্রোল অফিসার পাংকি ডারলং জানান, বনজ সম্পদ পাচার ও অবৈধ কাঠ ব্যবসা রুখতে আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। বন দপ্তর অবৈধ কাঠ পাচারের বিরুদ্ধে "শূন্য সহনশীলতা" নীতি নিয়ে কাজ করছে বলেও তিনি জানান।

এসির তার চুরির

● আটের পাতার পর

হেফাজতে নেয়। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আরও একজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা কোনও সংঘবদ্ধ চক্রের সঙ্গে যুক্ত কি না এবং এর আগে সংঘটিত চুরির ঘটনাগুলির সঙ্গে তাদের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, এলাকায় ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এলাকায় নিয়মিত পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সাব্রুমে প্রস্তাবিত আয়ুর্বেদিক ওষুধ

● আটের পাতার পর

পরিদর্শনকারী দলে নেতৃত্ব দেন স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তার আয়ুর্বেদ শাখার ব্রাঞ্চ অফিসার। এছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন ন্যাশনাল আয়ুষ মিশন-এর আধিকারিক, ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলারের দপ্তরের প্রতিনিধি, স্টেট ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির আধিকারিক, ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন -এর প্রতিনিধি, সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের মহকুমা মেডিক্যাল অফিসার (এবং দক্ষিণ জেলার আয়ুষ বিভাগের কর্মকর্তারা।

পরিদর্শনের সময় প্রস্তাবিত উৎপাদন কেন্দ্রের অবকাঠামোগত প্রস্তুতি, গুণগত মান বজায় রাখার ব্যবস্থা, স্থান ব্যবহারের পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রক বিধি মেনে চলা এবং আধুনিক আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কারিগরি বিষয় খতিয়ে দেখা হয়।

দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই উৎপাদন কেন্দ্র চালু হলে রাজ্যের অভ্যন্তরেই মানসম্মত আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদন সম্ভব হবে। এর ফলে বাইরের রাজ্যের ওপর নির্ভরতা কমবে এবং ওষুধ উৎপাদনে ত্রিপুরা আরও স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে রাজ্যের আয়ুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী হবে। ন্যাশনাল আয়ুষ মিশন, ত্রিপুরা জানিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আয়ুষ পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ এবং সাধারণ মানুষের কাছে সাশ্রয়ী ও মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 25-07-2026, 01:21

বিবেকানন্দ ক্লাবকে ৬ গোলে উড়িয়ে ত্রিবেণী সংঘের জয়রথ অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখল ত্রিবেণী সংঘ। শুক্রবার সন্ধ্যায় ফ্লাডলাইটের আলোয় অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৫তম ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাবকে ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে চূর্ণ করেছে তারা। ম্যাচের ১৮ মিনিটে লাইমাঙ্গাই জুয়ালার গোলে এগিয়ে যায় ত্রিবেণী। এরপর প্রথমার্ধের খেলা ১-০ ফলাফলে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের ওপর রীতিমতো গোলের ঝড় তোলে ত্রিবেণী সংঘ। ৪৯ মিনিটে সুকান্ত জমাতিয়া এবং ৫১ মিনিটে নাইসা জমাতিয়া দলের ব্যবধান বাড়ান। এরপর ৬৩ ও ৭৯ মিনিটে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটি করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন দুর্দান্ত ফর্মে থাকা লাইমাঙ্গাই জুয়ালা। ম্যাচের ৮১ মিনিটে দলের হয়ে ষষ্ঠ ও শেষ গোলটি করেন রিচার্ড ভানলালথুয়ামা। উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে ফাউল করায় ১৬ মিনিটে ত্রিবেণী সংঘের জনি জমাতিয়া এবং ৩৮ মিনিটে বিবেকানন্দ ক্লাবের রজনীকান্তকে হলুদ কার্ড দেখান ম্যাচ রেফারি। ম্যাচটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, আদিত্য দেববর্মা, বিপ্লব সিংহ এবং বিশ্বজিৎ সাহা। এই দাপুটে জয়ের মাধ্যমে টুর্নামেন্টে নিজেদের টানা চতুর্থ জয় তুলে নিল ত্রিবেণী সংঘ। এর আগে নিজেদের প্রথম তিনটি ম্যাচে তারা ১৩ জুলাই ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৪-২, ১৭ জুলাই সরোজ সংঘকে ২-১ এবং ২০ জুলাই বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছিল। অন্যদিকে, দুর্দান্ত ছন্দে থেকে টুর্নামেন্ট শুরু করা বিবেকানন্দ ক্লাব এই ম্যাচে এসে প্রথম হারের স্বাদ পেল। এর আগের ম্যাচগুলোতে তারা বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৩-০ এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল, পাশাপাশি ১৫ জুলাই পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে মূল্যবান পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছিল। তবে এদিনের বড় পরাজয় বিবেকানন্দ ক্লাবের পয়েন্ট তালিকায় কিছুটা ব্যাকফুটে ঠেলে দিল।

বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ : আজ সন্ধ্যায় মুখোমুখি বীরেন্দ্র ক্লাব ও সরোজ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট জমে উঠেছে। লিগের ১৬তম ম্যাচে আগামীকাল, শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্লাডলাইটের নৈশালোকে মুখোমুখি হতে চলেছে বীরেন্দ্র ক্লাব ও সরোজ সংঘ। টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াইয়ে উভয় দলের জন্যই ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উভয় দলই টুর্নামেন্টে তাদের চতুর্থ ম্যাচে নামতে চলেছে। পয়েন্ট টেবিলে অবস্থান শক্ত করার লক্ষ্যে আজকের লড়াইয়ে দুই দলই পূর্ণ পয়েন্ট অর্জনে নিজেদের সেরাটা উজার করে দিতে মরিয়া। চলতি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত দুটি দলের ফর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে রয়েছে। বীরেন্দ্র ক্লাব তাদের আগের তিনটি ম্যাচেই টানা পরাজয়ের মুখ দেখেছে; তারা প্রথম খেলায় ১-৩ গোলে পরাজিত হওয়ার পর, দ্বিতীয় ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের কাছে ০-২ এবং তৃতীয় ম্যাচে শক্তিশালী ত্রিবেণী সংঘের কাছে ০-২ ব্যবধানে হেরে ব্যাকফুটে রয়েছে। অন্যদিকে, বেশ সুসংহত অবস্থায় রয়েছে সরোজ সংঘ। তারা নিজেদের প্রথম ম্যাচে নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। মাঝের ১৭ জুলাইর ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ১-২ গোলে হারলেও আগামীকালের ম্যাচে জয়ের ধারায় ফিরতে আত্মবিশ্বাসী সরোজ সংঘ।

আগস্টে পুনেতে জাতীয় ট্রায়াথলন আসরের জন্য ত্রিপুরা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ত্রিপুরা ট্রায়াথলন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুক্রবার আগরতলার ঐতিহ্যবাহী উমাকান্ত সুইমিং পুল প্রাঙ্গণে সফলভাবে সম্পন্ন হলো রাজ্য দলের নির্বাচন প্রক্রিয়া। আগামী ১৫ ও ১৬ আগস্ট, মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের শ্রী শিব ছত্রপতি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ইন্ডিয়ান ট্রায়াথলন ফেডারেশন-এর অনূর্ধ-২০ এবং সিনিয়র জাতীয় ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়নশিপে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্যেই এই বাছাই ট্রায়ালের আয়োজন করা হয়। কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগীদের ৬৫০ মিটার সাঁতার, ১৭.০ কিলোমিটার সাইক্লিং এবং ৪.৫ কিলোমিটার দৌড় সম্পন্ন করতে হয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই ট্রায়ালে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্যের প্রতিশ্রুতিশীল অ্যাথলিটরা ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে সিনিয়র (পুরুষ) বিভাগে ১ ঘন্টা ৯ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে দলপতি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন নবগ্রাম ডেডিকেটেড কোচিং সেন্টারের শুভজিৎ দে। অনূর্ধ-২০ (ছেলে) বিভাগে ১ ঘন্টা ১০ মিনিট ১ সেকেন্ড সময় নিয়ে সাই -এর হৃদয় বর্মন প্রথম ও মেলঘরের নীলাশিষ মজুমদার (১:১৯:৩৪) দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন। অন্যদিকে, অনূর্ধ-২০ (মেয়ে) বিভাগে ১ ঘন্টা ৩৯ মিনিট ১ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন পুরানো আগরতলা হাভেলি সাঁতার কেন্দ্র ও নবগ্রাম ডেডিকেটেড কোচিং সেন্টারের অন্বেষা ভৌমিক এবং ১ ঘন্টা ৩৯ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেন নবগ্রাম ডেডিকেটেড কোচিং সেন্টারের তানিয়া দেব। জাতীয় মঞ্চে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ৯ আগস্ট পুনের উদ্দেশ্যে রওনা হবে এই পাঁচ সদস্যের রাজ্য দল।

ফিফাকে কাঠগড়ায় তুলছে নরওয়ে

লাল কার্ড বিতর্ক নিয়ে আলোচনা থামছে না।স্পেন-আর্জেন্টিনা ফাইনালের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে তিন দিন আগে। শেষ যোলোয় বাদ পড়া যুক্তরাষ্ট্রের টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে আরও দুই সপ্তাহ আগে। কিন্তু ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ডের নিষেধাজ্ঞা স্থগিতের বিতর্ক থামেনি।

এবার এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফিফার নৈতিক কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করার ঘোষণা দিয়েছে নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন (এনএফএফ)।ফেডারেশনের সভাপতি লিসে ক্লাভেনেসের মতে, বালোগানকে নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করে খেলতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত 'পুরো ফুটবল খেলাকেই ঝুঁকির মুখে' ফেলছে।

দ্য টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্লাভেনেস বলেন, বিষয়টি তিনি তাঁর ফেডারেশনের বোর্ড সভায় তুলবেন এবং বোর্ডের অনুমোদন পেলে ফিফার নৈতিক কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করবেন।এর আগে, গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'ফিফা শান্তি পুরস্কার' দেওয়ায়ও নরওয়ে ফিফার নৈতিক কমিটিতে অভিযোগ জানিয়েছিল। এবারের বিশ্বকাপে শেষ বত্রিশের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় নিয়মানুযায়ী পরের ম্যাচে নিষিদ্ধ থাকার কথা যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড বালোগানের। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ফোনের পর ফিফা নিষেধাজ্ঞা এক বছরের জন্য স্থগিত করে।

নরওয়ের ফুটবলপ্রধানের মতে, ফিফা আইনত তা করতে পারলেও নৈতিকভাবে পারে না, 'আমার কাছে এটি নৈতিক বিষয়। এটি কখনোই ঘটা উচিত ছিল না। এভাবে নিয়ম ভাঙলে তা খুবই বিপজ্জনক নজির তৈরি করবে। এতে পুরো ফুটবলই ঝুঁকির মুখে পড়বে। খেলার মৌলিক নিয়মগুলোর সঙ্গে আপস করা হলে সেটি ফুটবলের জন্য উদ্বেগের বিষয়।'লাল কার্ড দেখা একজন খেলোয়াড়ের শাস্তি স্থগিত করা কোনোভাবেই উচিত হয়নি উল্লেখ করে ক্লাভেনেস বলেন, 'আমরা সবাই জানি, এই রায়ে বাইরের প্রভাব ছিল এবং সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নেওয়া হয়নি। ফিফার নেতৃত্বের উচিত এটি স্বীকার করা যে এটি একটি ভুল ছিল।' ২০২২ সাল থেকে নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ক্লাভেনেস এ ধরনের ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরে বলেন, 'আপনি যদি রাষ্ট্রনেতা বা রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য এভাবে সিদ্ধান্ত বদলাতে শুরু করেন, তাহলে আপনার আচরণ বদলাবে, সংগঠনের আচরণও বদলাবে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রনেতারা কতটা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন, সেই সীমারেখাও সরে যাবে। আর সেটাই এখানে ঘটেছে।'বালোগানেব নিষেধাজ্ঞা স্থগিতের সিদ্ধান্ত ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলকামালি একাই নিয়েছেন বলে খবর দিয়েছে দ্য টাইমস। কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেননি। ক্লাভেনেসের মতে, বাইরের প্রভাবের অভিযোগ থাকা এমন সিদ্ধান্তে আরও বেশি মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন ছিল।

আর্জেন্টিনাকে বিদায় বললেন বিশ্বকাপজয়ী ওতামেন্দি

২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের হতাশা এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি নিকোলাস ওতামেন্দি। তবে অতীতকে পেছনে ফেলে নতুন অধ্যায় শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। এরই মধ্যে রিভার প্লেটের হয়ে অনুশীলনও শুরু করেছেন। আগামীকাল শনিবার বারাকাস সেন্ট্রালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নতুন ক্লাবে তাঁর অভিষেক হওয়ার কথা।তবে এর আগে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে নিজের অধ্যায়ের ইতি টানলেন এই ডিফেন্ডার। ৩৮ বছর বয়সী ওতামেন্দি আবেগঘন এক বার্তায় ১৭ বছরের বর্ণাঢ্য আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানিয়েছেন।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে ওতামেন্দি খেলেছেন ১৩৯টি ম্যাচ। ২০২২ বিশ্বকাপ এবং দুটি কোপা আমেরিকার শিরোপাও জিতেছেন। কিছুদিন আগে শেষ হওয়া বিশ্বকাপেও আর্জেন্টিনা দলে ছিলেন। তবে ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে ১—০ গোলে হেরে শিরোপা ধরে রাখতে পারেনি আর্জেন্টিনা।ইনস্টাগ্রামে জাতীয় দলের হয়ে নিজের সেরা মুহূর্তগুলোর ভিডিও প্রকাশ করে ওতামেন্দি লিখেছেন, 'আজ আমাকে আমার পুরো ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন কথাগুলো লিখতে হচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে চাপানোর স্বপ্ন দেখতাম। আমি আমার আত্মা, অগাধ গর্ব এবং কোটি কোটি আর্জেন্টাইনের কাছে এই জার্সির আবেগ ও দায়িত্বের মূল্য অনুধাবন করেই একে মাঠের লড়াইয়ে আগলে রেখেছি।'আর্জেন্টাইন এই সেন্টারব্যাক আরও লিখেছেন, 'ভাগ্যই যেন ঠিক করে রেখেছিল, আমার শেষ ম্যাচ হবে বিশ্বকাপ ফাইনাল। ফলটা অবশ্য আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে হয়নি। তবে আমি মাথা উঁচু করেই বিদায় নিচ্ছি। কারণ জানি, এই দল শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত নিজেদের সবটুকু উজাড় করে লড়েছে। মাঠে আমি আমার সবকিছুই দিয়ে এসেছিএ তৃপ্তি নিয়েই বিদায় নিচ্ছি। কখনো একফোঁটা চেষ্টারও কমতি রাখিনি, কখনো বিশ্বাস হারাইনি। আর এই জার্সিকে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান হিসেবেই সব সময় অনুভব করেছি।'ওতামেন্দি নিজের বার্তার ইতি টানেন এভাবে, 'ধন্যবাদ, আর্জেন্টিনা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।'সম্প্রতি ইউরোপে ১৭ বছরের সফল অধ্যায়ের ইতি টেনে আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব রিভার প্লেটে যোগ দিয়েছেন ওতামেন্দি।ইউরোপে তিনি খেলেছেন পোর্তো, ভ্যালেন্সিয়া, ম্যানচেস্টার সিটি ও বেনফিকার হয়ে। আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেছেন চারটি বিশ্বকাপে। জাতীয় দলের হয়ে ১৩৯ ম্যাচে ৮ গোল করেছেন ওতামেন্দি।

নিট-বিক্ষোভে সরব ক্রীড়াবিদেরা ! দায়িত্বের কথা মনে করালেন সচিন, ছাত্রদের স্বার্থ মাথায় রাখতে বললেন শুভমন

আন্দোলন নিয়ে ধীরে ধীরে সরব ক্রীড়াবিদেরা। বৃহস্পতিবার একের পর এক ক্রীড়াবিদ মুখ খুলেছেন। লিখিত বার্তায় প্রত্যেকেই আবেদন করেছেন পরিস্থিতি শান্ত রাখার। পাশাপাশি নিজেদের দায়িত্ববোধের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। তালিকায় রয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর, শুভমন গিল, শিখর ধাওয়ান, মহম্মদ কাইফ, অভিনব বিন্দ্রারা।

সমাজমাধ্যমে সচিন তেন্ডুলকর উল্লেখ করেছেন বাবা রমেশের কথা। অধ্যাপক রমেশ কী ভাবে ছোটবেলাতেই তাঁর মধ্যে মূল্যবোধ গেঁথে দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, "প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে সংস্কৃতি তৈরি করার দায়িত্ব রয়েছে আমাদের। যে সমাজে প্রচেষ্টার থেকে ফলাফলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেখানে মেধার বদলে ক্ষুদ্রপথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা থাকবেই। আজ শিক্ষার্থীরা মনে করছে তাদের কঠোর পরিশ্রমের যথাযথ পুরস্কার দেওয়া হয়নি। সেটা ভাল ভাবে বোঝা যাচ্ছে। আমাদের সকলকে মিলে এমন ভাবে কাজ করতে হবে যাতে তারা আর কোনও দিন এ ভাবে না ভাবে।"

সচিন আরও লিখেছেন, "অভিভাবক, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, বিদ্যালয় এবং প্রশাসন, সকলের কাঁধে প্রচুর দায়িত্ব রয়েছে। যুবসমাজ যাতে উৎসাহিত এবং চাঙ্গা থাকে তার জন্য বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হবে। এমন সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে যেখানে কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার থাকে, সততাকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং মেধা জয়ী হয়। আমি নিশ্চিত সকলে মিলে একটা সমাধান খুঁজে বার করা যাবে যার সাহায্য আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ শক্তিশালী হয় এবং তাদের উচ্চাশা সুরক্ষিত থাকে।"

কিছু ক্ষণ পরে সমাজমাধ্যমে বার্তা দেন টেস্ট এবং এক দিনের দলের অধিনায়ক শুভমনও। তিনি লেখেন, "প্রত্যেক যুবদের প্রতি আমাদের অসীম সমীহ রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে তাদের আওয়াজ শান্ত ভাবে শোনা দরকার।"

কোনও রকম আন্দোলন বা রাজনীতি এড়িয়ে গিয়ে শুভমন জোর দিয়েছেন দেশ তৈরিতে শিক্ষার গুরুত্বের ব্যাপারে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের শক্তি শিক্ষার মধ্যে রয়েছে। আশা করি সহমর্মিতা, মৌখিক সম্মান এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বার্থ হৃদয়ে রেখে আমরা এগিয়ে যাব। ভারতের ভবিষ্যতের জন্য।"

চুপ করে থাকেননি দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার ধাওয়ান এবং কাইফও। শিক্ষার্থীদের শান্ত থাকার অনুরোধ করেছেন ধাওয়ান। তিনি লিখেছেন, "আমাদের যুবসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের স্বপ্ন বোঝা দরকার। একইসঙ্গে, কঠিন সময়ে শান্তি রাখা এবং দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের প্রতি আস্থা রাখাও দরকার।"

তিনি আরও লিখেছেন, "আমার মতে, সব সমস্যার সমাধান বার হয় ধৈর্য বজায় রাখলে। ভারত বরাবর এগিয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এগিয়ে যাবে।"

পুলিশ যে ভাবে ছাত্রছাত্রীদের লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে, তা দেখে কষ্ট পেয়েছেন কাইফ। তিনি লিখেছেন, "যে ভাবে শিক্ষায় দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে শিক্ষার্থীরা মার খেয়েছে, তা দেখে বাবা হিসাবে কষ্ট পেয়েছি। ছোট ছেলেমেয়েদের যে ভাবে দিল্লির রাস্তায় লাঠিপেটা করা হচ্ছে তা এখনই বন্ধ করা হোক। আশা করি দ্রুত সমাধান মিলবে।"

প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার ইরফান পাঠান লিখেছেন, "উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য একজন শিক্ষার্থী বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে। তাদের পরিবারও অনেক আত্মত্যাগ করে। একটা প্রশ্নফাঁস কোনও ভাবেই সেই আশাকে মরে যেতে দিতে পারে না।"

শুধু ক্রিকেটারেরাই নয়, অন্য খেলার ক্রীড়াবিদেরাও চুপ থাকেননি। অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী শুটার অভিনব বিন্দ্রা লিখেছেন, "আমি নিজেকে কখনও রাজনীতিবিদ মনে করিনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কিছু কিছু বিষয় আমাদের সকলের, সে আমাদের মতাদর্শ যা-ই হোক না কেন। শিক্ষা তার মধ্যে একটা। শুধু মাত্র অর্থ এবং কীর্তি দিয়ে কোনও দেশকে মাপা যায় না। তরুণদের জন্য কতটা সুযোগ রয়েছে সেটাও দেখতে হয়। যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আত্মবিশ্বাস, মেধার পুরস্কার এবং উৎসাহকে লালনপালন করা হয়, সেই দেশ শক্তিশালী হবেই।"

অবসর নিলেই দেউলিয়া ফুটবল সংস্থা ! দেশের কথা ভেবেই খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন 'বুড়ো' রোনাল্ডো ?

৪১ বছর বয়সেও বিশ্বকাপ খেলেছেন। চোখের জলে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও ফুটবল থেকে অবসর নেননি। ফুটবলপ্রেমীদের প্রশ্ন, আর কতদিন খেলবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো? সেই জল্পনার মধ্যে প্রকাশ্যে আসছে এমন এক পরিসংখ্যান, যা পর্তুগিজ ভক্তদের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াবে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, রোনাল্ডো অবসর নিলে লক্ষ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি হবে পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনের। এককথায় বলতে গেলে, ফেডারেশনের আর্থিক মেরুদন্ড ভেঙে যেতে পারে।

পর্তুগিজ ইনস্টিটিউট অফ মার্কেটিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড্যানিয়েল সা বলছেন, "শুনতে খারাপ লাগলেও, পর্তুগালের গোটা জাতীয় দলের থেকে একা রোনাল্ডোর জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। আমি স্রেফ ব্র্যান্ড ভ্যালুর নিরিখে বলছি, রোনাল্ডো চলে গেলে পর্তুগিজ ফুটবল বিশাল ধাক্কা খাবে। প্রচারের আলো থেকে একেবারে হারিয়ে যাবে পর্তুগিজ ফুটবল। একেবারে আলোর গতিতে পতন হবে। আসলে গত ২০ বছর ধরে রোনাল্ডোর জনপ্রিয়তায় ভর করেই একের পর এক চুক্তি করে আয় করেছে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন। তাই রোনাল্ডো চলে গেলে সেই আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।"

ড্যানিয়েলের মতে, রোনাল্ডো স্রেফ ফুটবলার নন। গোটা পর্তুগালজুড়ে রয়েছে তাঁর প্রভাব। ফুটবলারদের মধ্যে সর্বাধিক ফলোয়ার রয়েছে তাঁর। দেশের একাধিক খাতে রয়েছে তাঁর বিনিয়োগ। সি আর সেভেন অবসর নিলেও তাঁর এই প্রভাব থেকে যাবে, অনেকখানি বাড়তেও পারে। কিন্তু তাতে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। ড্যানিয়েল বলছেন, রোনাল্ডোর উত্তরসূরি হিসাবে অন্যান্য তারকা তৈরি করা উচিত ছিল ফেডারেশনের। এমন তারকা দরকার পর্তুগিজ ফুটবলে, যাঁদের জনপ্রিয়তার জেরে ভরতে পারে ফেডারেশনের কোষাগার।

প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপে পর্তুগাল একেবারেই প্রত্যাশামতো খেলতে পারেনি। গ্রুপ পর্বে কঙ্গো, কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করার পর কোনওমতে নকআউট পর্বে জায়গা করে নেয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দল। রাউন্ড অফ ৩২তে রেফারিং বিতর্কের মাঝেই ক্রোয়েশিয়াকে হারায় পর্তুগাল। কিন্তু প্রি-কোয়ার্টারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে চোখের জলে বিদায় নেন রোনাল্ডোরা।

অবসরের পরিকল্পনা চূড়ান্ত মেসির, আর কত দিন খেলবেন, জানিয়ে দিয়েছেন কোচ স্কালোনিকে

এখনই দেশের জার্সি তুলে রাখছেন না এলএম টেন। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমের দাবি, আপাতত দেশের হয়ে খেলা চালিয়ে গেলেও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন মেসি।বিশ্বকাপে ভাল ফর্মে ছিলেন মেসি। আটটি গোল করেছেন। চারটি গোল করিয়েছেন সতীর্থদের দিয়ে। এ ছাড়াও গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন ২৫-২৬টি। তিনি সোনালি বল না পাওয়ায় বিতর্কও হয়েছে। ফর্মে থাকা ৩৯ বছরের মেসি কি আর আর্জেন্টিনার হয়ে খেলবেন? বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর থেকেই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। যদিও মেসি নিজে অবসর নিয়ে মুখ খোলেননি।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখনই অবসর নিচ্ছেন না মেসি। দেশের স্বার্থে আরও কয়েক মাস খেলা চালিয়ে যেতে চান। জাতীয় দলের কোচ লিয়োনেল স্কালোনির সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে নতুন করে জাতীয় দল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্কালোনি। কারণ দলের অনেক ফুটবলারের বয়সই ৩৫ বা তার বেশি। স্বভাবতই এ বার আর্জেন্টিনার জাতীয় দল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে। কিছু খেলোয়াড়কে পরিকল্পনা থেকে বাদ দেবেন স্কালোনি। তরুণ ফুটবলারদের সুযোগ দেবেন। তাঁদের আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে চান স্কালোনি। একসঙ্গে পুরো দল পরিবর্তনের পক্ষে নন তিনি। জাতীয় দলের পরিবর্তনের এই সময়ে কোচের পাশে থাকতে চান মেসি। আরও কিছু দিন খেলতে চান। নতুন দল ঠিক মতো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তরুণ খেলোয়াড়দের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তরুণদের সাহায্য করতে চান। সব ঠিকঠাক আছে মনে করলে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে পাকাপাকি ভাবে বিদায় জানাবেন মেসি।এই প্রক্রিয়ার মধ্যে খুব বেশি দিন নিজেকে রাখতে চান না লিয়ো। আর কয়েক মাস দেশের হয়ে খেলতে চান। আগামী বিশ্বকাপে যে খেলবেন না, তা জানিয়ে দিয়েছেন স্কালোনিকে। তাঁকে ছাড়া পরিকল্পনা করতে বলেছেন কোচকে। পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) কর্তাদেরও। এএফএ সূত্রে খবর, মেসি অবসরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর জন্য জমকালো বিদায়ী ম্যাচের ব্যবস্থা করা হবে। দেশের মাটিতেই শেষ বার নীল-সাদা জার্সি পরে মাঠে নামতে পারেন মেসি। কোচের মতো কর্তারাও অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে মেসির উপর কোনও চাপ দিতে চান না। লিয়ো নিজে জানালে তবেই বিদায়ী ম্যাচের ব্যবস্থা করবেন তাঁরা।

বিশ্বকাপ ফাইনালের পর স্কালোনি বলেছিলেন, মেসিই ঠিক করবেন তিনি কবে অবসর নেবেন। অবসর না নেওয়া পর্যন্ত মেসির জন্য জাতীয় দলের দরজা খোলা থাকবে বলেও জানান তিনি।বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পরেও বিড়ম্বনা কমছে না আর্জেন্টিনার। ম্যাচের পর দেশে ফেরার বিমান ধরার আগে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার সভাপতি ক্লদিয়ো তাপিয়া এবং আর এক কর্তাকে এফবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের ফোনও নাকি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে ২৯০০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। যাবতীয় অভিযোগই আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা অস্বীকার করেছে।তাপিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার পাওয়া স্পনসরশিপের অর্থ আমেরিকার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সাহায্যে তছরূপ করা হয়েছে। ফাইনালের পর আর্জেন্টিনার কয়েকজন ফুটবলারের সঙ্গে রাজধানী বুয়েনোস আইরেসে ফেরার কথা ছিল তাপিয়ার। তখনই আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থা বাধা দেয়। তাপিয়াকে হেফাজতে নেওয়া হয়। তাঁকে একটি বাসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে অভিযোগ। ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়। তাপিয়ার সঙ্গে ছিলেন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ পাবলো টভিজিনো। দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে খবর।প্রায় সব অভিযোগই অস্বীকার করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা। তবে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টি পরোক্ষে মেনে নিয়েছে তারা। জানিয়েছে, তাপিয়া বা টভিজিনো নয়, 'তৃতীয় পক্ষ'কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল। তিনিই আমেরিকার আদালতে তথ্যপ্রমাণ দিয়েছেন।আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার বিরুদ্ধে ২৯০০ কোটি টাকা আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত করছে এফবিআই। এক সাক্ষীর বয়ান অনুযায়ী, আর্জেন্টিনা দল বিমানে ওঠার আগেই তদন্তকারী সংস্থার কর্তারা তাপিয়া এবং টভিজিনোকে আটকান। ৩০ মিনিট জিজ্ঞাসাবাদ চলে। তৃতীয় কোন পক্ষকে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা পাঠিয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়।

ভয়ডরহীন বৈভবকে কুর্নিশ শ্রেয়সের

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচে ব্যর্থতার পর অবশেষে ভারতের জার্সিতে নিজের জাত চেনাল বৈভব সূর্যবংশী। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে সে অর্ধশতরান করে দলকে জিতিয়েছে। বৈভবের ইনিংসের প্রশংসা করলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। অধিনায়ক হিসাবে প্রথম বার জেতার পর চাপ অনেকটাই কেটেছে বলে মনে করেন তিনি।এ দিন ১৯ বলে ৫০ করে বৈভব। চারটি করে চার এবং ছয় মেরেছে। ফলে ৪০ বল বাকি থাকতে জিতেছে ভারত। দলের কনিষ্ঠতম সদস্যকে নিয়ে শ্রেয়স বলেন, "ও ভয়ডরহীন ক্রিকেটার। যে ভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যায় তা অসাধারণ। মাঠে নামলে ওর মধ্যে একটা অসাধারণ আত্মবিশ্বাস দেখতে পাই।"বিশ্বকাপ জেতার পর প্রথম বার কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতল ভারত। শ্রেয়সের উপর যে অসীম চাপ ছিল তা কিছুটা হলেও কেটেছে। তিনি বলেন, "অসাধারণ লাগছে। প্রত্যেকে পরিকল্পনামাফিক খেলেছে। প্রথম বার জিতে এর চেয়ে বেশি খুশি বোধহয় হতে পারব না।" প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত একদম সঠিক ছিল বলে মত শ্রেয়সের। বলেছেন, "পিচে যে বাউন্স আছে আগেই জানতাম। সত্যিই ভাল বাউন্স পেয়েছি। মায়াঙ্ক শুরুটা দারুণ করেছে। ওদের খেলার কোনও জায়গা দেয়নি।"প্রায় দু'বছর পর ভারতের জার্সিতে ফিরে প্রথম বলেই উইকেট নেন মায়াঙ্ক যাদব। তিনি ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হয়ে বলেছেন, "দলের জয়ে অবদান রাখতে পারলে সব সময়ে খুশি হই।

খোয়াই-আগরতলা জাতীয় সড়কের বেহাল দশা দেখতে উচ্চপর্যায়ের দল, দ্রুত সংস্কারের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ জুলাই: খোয়াই-আগরতলা ভায়া সুবলসিং জাতীয় সড়কের দীর্ঘদিনের বেহাল অবস্থার কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। রাস্তার বিভিন্ন অংশ ভেঙে যাওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যানবাহন আটকে পড়ছে।

এমনকি জরুরি পরিষেবার অ্যাম্বুলেন্সও দীর্ঘ সময় যানজটে আটকে থাকায় রোগীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে বৃহস্পতিবার সড়কটি পরিদর্শন করলেন রাজ্য বিধানসভার এস্টিমেটস কমিটির উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল এবং ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনাইকাইসিয়েল)-এর ঊর্ধতন আধিকারিকরা।

জানা গেছে, গত ২১ জুলাই রাজ্য বিধানসভার এস্টিমেটস কমিটির বৈঠকে খোয়াইয়ের বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস এই সড়কের বেহাল অবস্থার বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করেন। এরপরই সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার এস্টিমেটস কমিটির চেয়ারম্যান অন্তরা সরকার দেবের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সড়কটি পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, মইলাফ্রু মগ, বিশ্বজিৎ কলই এবং মানব দেববর্মা। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এনএইচআইডিসিএল -এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, এনএইচআইডিসিএল ও পিডব্লিউডি (ন্যাশনাল হাইওয়ে) বিভাগের ঊর্ধতন আধিকারিকরা। এছাড়াও খোয়াই ও মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসকরাও উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের সময় প্রতিনিধি দল সড়কের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীদের সমস্যার কথা শোনেন। রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে প্রতিদিন কী ধরনের দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে, সে বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করে সড়কটিকে পুনরায় নিরাপদ ও যান চলাচলের উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়। এনএইচআইডিসিএল এবং পিডব্লিউডি-কে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

দীর্ঘদিন ধরে এই জাতীয় সড়কের দুরবস্থার কারণে খোয়াই, মোহনপুরসহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। তাই উচ্চপর্যায়ের এই পরিদর্শনের পর দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু হবে বলে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা।

ভক্তিময় পরিবেশে বিশালগড়ে জগন্নাথদেবের ফেরারথ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, , ২৪ জুলাই: রথযাত্রা উৎসবের সমাপ্তি পর্ব উপলক্ষে শুক্রবার বিশালগড়ের ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ জিউ মন্দিরের উদ্যোগে ফেরারথ (উল্টো রথ) উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর সুসজ্জিত রথকে কেন্দ্র করে শোভাযাত্রা বিশালগড়ের বিভিন্ন প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে।

শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ জিউ মন্দিরের মহারাজ, বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব,মন্ডল সভাপতি তপন দাস সহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগীরা। ভক্তরা 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলেন গোটা এলাকা। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, কীর্তন ও ভজনের সুরে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

নারী, পুরুষ, শিশু ও প্রবীণ সব বয়সের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। রঙিন পতাকা, ফুল দিয়ে সজ্জিত রথ এবং ভক্তদের উচ্ছ্বাসে বিশালগড়ের রাজপথ উৎসবের আবহে সেজে ওঠে। অনেকেই রথ টেনে জগন্নাথদেবের আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে অংশ নেন।

উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভক্তির আবহে সম্পন্ন হওয়া এই ফেরারথ উৎসব বিশালগড়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং সামাজিক ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হওয়ায় আয়োজক কমিটি, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকাও প্রশংসিত হয়। প্রতিবছরের মতো এবারও এই আয়োজন সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন পাম্প স্টেশন, কাজ পরিদর্শনে মেয়র

আগরতলা, ২৪ জুলাই: রাজধানী আগরতলার জলনিকাশি ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও কার্যকর করতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় তিনটি নতুন পাম্প স্টেশন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। সেই প্রকল্পের অংশ হিসেবে শুক্রবার মধ্যপাড়া এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি পাম্প স্টেশনের কাজ পরিদর্শন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

পরিদর্শনকালে তিনি নির্মাণকাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং দ্রুত ও নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পাশাপাশি পাম্প স্টেশন থেকে বিভিন্ন এলাকায় জল নিষ্কাশনের জন্য পাইপলাইন কোথায় এবং কীভাবে বসানো হবে, সে বিষয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। এসময় পুর নিগমের একাধিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে প্রকল্পের বিভিন্ন কারিগরি দিক এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করেন মেয়র।

পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দীপক মজুমদার জানান, বর্ষাকালে শহরের জলজট সমস্যা কমাতে আধুনিক জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুর নিগম কাজ করছে। সেই লক্ষ্যেই নতুন তিনটি পাম্প স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমার সমস্যা অনেকটাই কমবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসে রবীন্দ্র ভবনে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে আগামী ২৮ জুলাই আগরতলার রবীন্দ্র ভবনে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা। সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গীত্যে, ন্যাশনাল হেলথ মিশন (এনএইচএম) ত্রিপুরার মিশন ডিরেক্টর সাজু বাহিদ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তা ডা. দেবশ্রী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে হেপাটাইটিস রোগের প্রতিরোধ, সচেতনতা এবং চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. প্রদীপ ভৌমিক। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও বর্ষীয়ান শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এন. এল. ভৌমিক।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত "হেপাটাইটিস মুক্ত বিশ্ব" বিষয়ক রাজ্যস্তরের প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারী সকলের হাতে এদিন শংসাপত্র ও উপহার তুলে দেওয়া হবে। ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা গেছে, এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ১৪৭ জন অংশগ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

আলোচনা সভার পর অনুষ্ঠিত হবে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পাশাপাশি উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের অংশগ্রহণে হেপাটাইটিস বিষয়ক একটি ওপেন কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। হেপাটাইটিস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করে তুলতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

সাব্রুমে প্রস্তাবিত আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শনে যৌথ প্রতিনিধি দল

আগরতলা, ২৪ জুলাই: ত্রিপুরায় আয়ুষ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে প্রস্তাবিত আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদন কেন্দ্রের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে যৌথ পরিদর্শন করল বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের একটি প্রতিনিধি দল। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নির্দেশে সাব্রুমের ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হাসপাতাল -এ এই প্রাথমিক পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের সুপ্রাচীন কালিকা জুয়েলার্সের উদ্যোগে আয়োজিত অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে মেগা লাকি ড্র অনুষ্ঠানের বিজয়ীদের হাতে শুক্রবার সংস্থার পক্ষ থেকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ঐদিন কালিকা জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে অসুস্থ মনুশ্রী দেবনাথের বাবার হাতে তার চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকার একটি চেকও তুলে দেওয়া হয়।

বিলোনিয়ায় 'মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'-এর মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে ১১২ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ জুলাই: রাজ্য সরকারের জনমুখী স্বাস্থ্য উদ্যোগ 'মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান (দ্বিতীয় পর্যায়)'-এর আওতায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের উদ্যোগে সাতমুড়া কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম) এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে স্থানীয় মানুষের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

শিবিরে চিকিৎসক, কমিউনিটি হেলথ অফিসার, এএনএম, এমপিডব্লিউ, আশা কর্মীসহ স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দিনভর বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন এলাকার সাধারণ মানুষ। এদিন মোট পাঁচজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা দেন। শিবিরে অসংক্রামক রোগের স্ক্রিনিং, মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, আভা আইডি তৈরি, আয়ুষ্মান ভারত—প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-য় নাম নথিভুক্তকরণ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ১১২ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। প্রত্যেক রোগীকেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী ও বাবুল ভৌমিক, বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের এসডিএমও ডা. রাজেশ দাস, ডা. দেবাদিত্য ভূষণ, শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. অনুপ কুমার ভৌমিক, ডা. সাশ্বতী দাস এবং দন্ত চিকিৎসক ডা. সঞ্জয় বিশ্বাসসহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। একই সঙ্গে বিভিন্ন রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করে সময়মতো চিকিৎসা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি সুস্থ, সচেতন ও স্বাস্থ্যবান ত্রিপুরা গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য।

স্থানীয় বাসিন্দারা এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরকে স্বাগত জানিয়ে ভবিষ্যতেও নিয়মিত এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানান।

আয়কর দিবসে আগরতলায় আয়কর ভবনে রক্তদান শিবির, সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: আয়কর দিবস উপলক্ষে শুক্রবার আগরতলার আয়কর ভবনে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে আয়কর দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা আনুষ্ঠানিকভাবে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। এরপর একে একে দপ্তরের বহু আধিকারিক ও কর্মচারী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে দিনভর আয়কর ভবনে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ বিরাজ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, রক্তদান মানবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবা। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই প্রতিবছরের মতো এবারও আয়কর দিবসে এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তারা বলেন, এক ব্যাগ রক্ত একজন মানুষের জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই সকল সুস্থ মানুষকে নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা। রক্তদানে অংশগ্রহণকারী সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দপ্তরের আধিকারিকরা তাদের ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আয়কর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আয়কর দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে। দপ্তরের মতে, কর প্রদান যেমন জাতি গঠনের অন্যতম ভিত্তি, তেমনি সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানোও তাদের অন্যতম অঙ্গীকার।

এসির তার চুরির অভিযোগ আটক চার

আগরতলা, ২৪ জুলাই: রাজধানীর সূর্য চৌমুহনী সংলগ্ন খোশবাগান এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই চুরির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্কে ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিশেষ করে বিভিন্ন বাড়ি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের এয়ার কন্ডিশনার (এসি)-র কপার তার চুরির ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকাবাসী নিজেরাই নজরদারি শুরু করেন।

শুক্রবার সকালে স্থানীয়দের তৎপরতায় চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে তিনজন যুবক। অভিযোগ, তারা একটি বাড়ির এসির কপার তার খুলে চুরি করার চেষ্টা করছিল। স্থানীয়রা তাদের আটক করে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন অভিযুক্তকে নিজেদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চোরাই কাঠ উদ্ধার, আটক পিকআপ গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৪ জুলাই: গন্ডাছড়ায় বন দপ্তরের ধারাবাহিক অভিযানে ফের সাফল্য মিলেছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার গন্ডাছড়ার হরিপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বনকর্মীরা একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ চোরাই চেরাই কাঠ উদ্ধার করেন। উদ্ধার হওয়া কাঠের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৭ হাজার টাকা বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। ঘটনায় কাঠবোঝাই গাড়িটি আটক করে বন দপ্তরের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা যায়, গোমতী ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারির অন্তর্গত গন্ডাছড়া বন বিভাগের বন পেট্রোল কর্মীরা শুক্রবার নিয়মিত টহল অভিযানে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেই সময় একটি গোপন সূত্রে খবর আসে যে, জগবন্ধু পাড়া এলাকা থেকে একটি পিকআপ গাড়িতে চোরাই কাঠ নিয়ে হরিপুরের দিকে যাওয়া হচ্ছে।

খবর পাওয়ার পর বন পেট্রোল অফিসার পাংকি ডারলং এবং নবেন্দু ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে বিজেপি জেলা কমিটির সদস্যের দোকানে চুরি-ভাঙচুর, আতঙ্ক শহরজুড়ে

কৈলাসহর, ২৪ জুলাই: কৈলাসহর শহরের হকার্স কর্নার এলাকায় গভীর রাতে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য হিমাংশু দাসের দোকানে ব্যাপক চুরি ও ভাঙচুরের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা যায় ওই এলাকায় দর্জির দোকান রয়েছে তাঁর। দুর্বৃত্তরা দোকানের গ্রিল ও দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে সেলাই মেশিন, চেয়ার, কাপড়সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি দোকানের বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙচুরও করা হয়। ঘটনায় শহরজুড়ে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

জানা গেছে, কৈলাসহরের হালাইরপাড় গ্রামের বাসিন্দা হিমাংশু দাস দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে হকার্স কর্নার এলাকায় দর্জির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এলাকায় একজন দক্ষ দর্জি হিসেবে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে তিনি বাড়ি ফিরে যান। শুক্রবার ভোরে স্থানীয়রা দোকানে চুরির বিষয়টি দেখতে পেয়ে গ্রামের প্রধানকে খবর দেন। পরে বিষয়টি জানতে পেরে হিমাংশু দাস দোকানে এসে দেখেন, বাইরের লোহার গ্রিল ও মূল দরজা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

অভিযোগ, দোকান থেকে তিনটি সেলাই মেশিন, প্রায় দশটি চেয়ার, দুই বান্ডিল কাপড়সহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে। এছাড়া সিলিং ফ্যান ও অন্যান্য আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পরে দোকান থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরের একটি পরিত্যক্ত জঙ্গল থেকে একটি সেলাই মেশিনের নিচের অংশ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, আশপাশের দোকানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে কয়েকজন সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, ক্ষতিগ্রস্ত হিমাংশু দাস দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত। তিনি ১৯৯৩ সালে বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে বিজেপির ঊনকোটি জেলা কমিটির সক্রিয় সদস্য।

ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপির ঊনকোটি জেলা সভাপতি বিমল কর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরাও সেখানে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্তের সঙ্গে কথা বলেন। হিমাংশু দাস বলেন, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের চুরি ও ভাঙচুরের ঘটনা কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি দাবি করেন, অতীতেও বিভিন্ন প্রতিকূল সময়ে ব্যবসা করেছেন, কিন্তু কখনও এমন ঘটনার মুখোমুখি হননি। এই ঘটনায় তিনি আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এদিকে, স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এটি শুধুমাত্র চুরির ঘটনা নয়; যেভাবে দোকানের ভিতরের সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়েছে, তাতে ঘটনার পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। তবে পুলিশ সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

জনকল্যাণমূলক প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর

আগরতলা, ২৪ জুলাই: রাজ্য সরকারের জনমুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি দ্রুত, স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর জোর দিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভার মুখপাত্র সুশান্ত চৌধুরী। শুক্রবার রাণীরবাজার পৌর পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সময়মতো উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

এই বৈঠকে রাণীরবাজার পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন, ভাইস-চেয়ারপার্সন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, পৌর আধিকারিক এবং স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পৌর এলাকার চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি, বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং নতুন উদ্যোগ নিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাত্রাপুরে পুলিশের অভিযানে ১১৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার, ৪০ লক্ষ টাকার মাদকসহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৪ জুলাই: ত্রিপুরা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ফের বড় সাফল্য মিলেছে। গোয়েন্দা বিভাগের গোপন তথ্যের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১১৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় মহরন আলী ওরফে আমান হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত বাঁশপুকুর পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় বাড়ির চারটি ড্রামের ভেতর লুকিয়ে রাখা মোট ১১৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে অভিযুক্তকে আটক করা হয়।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন যাত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পার্থনাথ ভৌমিক। অভিযানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন এসআই প্রসেনজিৎ দেবনাথ, এসআই বিজয় চক্রবর্তী, ডিএসপি অনুপম মজুমদারসহ থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর প্রায় ১টা থেকে অভিযান শুরু হয় এবং প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী তল্লাশির পর বিকেল ৪টা নাগাদ উদ্ধার হওয়া গাঁজা থানায় নিয়ে আসা হয়। ঘটনার পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সোনামুড়া মহকুমার এসডিপিও অভিজিৎ দাস ঘটনাস্থল ও যাত্রাপুর থানায় পৌঁছে অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেন। তিনি জানান, রাজ্যজুড়ে মাদক পাচার ও মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান ভবিষ্যতেও আরও জোরদারভাবে চলবে। পাশাপাশি মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও কামনা করেন।

এই অভিযানের পর গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তিন বছর ধরে মরণফাঁদে ঝুলন্ত সেতু, ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করছেন মধুবন ও আশপাশের গ্রামের মানুষ

সোনামুড়া, ২৪ জুলাই: প্রায় তিন বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে সোনামুড়া মধুবন এলাকার গোমতী নদীর উপর নির্মিত ঝুলন্ত সেতু। দীর্ঘদিন ধরে মেরামতের অভাবে সেতুটি এখন কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। তবুও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এই সেতু ব্যবহার করছেন শতাধিক সাধারণ মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী এবং কর্মজীবীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বরনারায়ন, গরুরবান্দ ও বেজিমারাএই তিন গ্রামের বাসিন্দাদের সোনামুড়া শহরে যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এই ঝুলন্ত সেতু। বাজার, চিকিৎসা, বিভিন্ন সরকারি কাজের পাশাপাশি সোনামুড়া ডিগ্রি কলেজে যাওয়ার জন্যও বহু ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদিন এই সেতুর উপর নির্ভরশীল। ফলে সেতুর জরাজীর্ণ অবস্থা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই তাদের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, কাঁঠালিয়া ব্লক প্রশাসনের দাবি এটি সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের অধীন, অন্যদিকে নগর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সেতুটির দায়িত্ব ব্লক প্রশাসনের। ফলে দায়িত্ব নির্ধারণের জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরেই মেরামতের কাজ শুরু হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা রমেশ দেবনাথ বলেন, "এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন শিশু, ছাত্র-ছাত্রী, নারী ও প্রবীণরা যাতায়াত করেন। ছোটখাটো দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। আমরা একাধিকবার প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি, কিন্তু এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বড় দুর্ঘটনা ঘটার আগে সেতুটি সংস্কার করা জরুরি।" এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীদের দাবি, অবিলম্বে ঝুলন্ত সেতুর মেরামতের কাজ শুরু করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে বিকল্প যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas